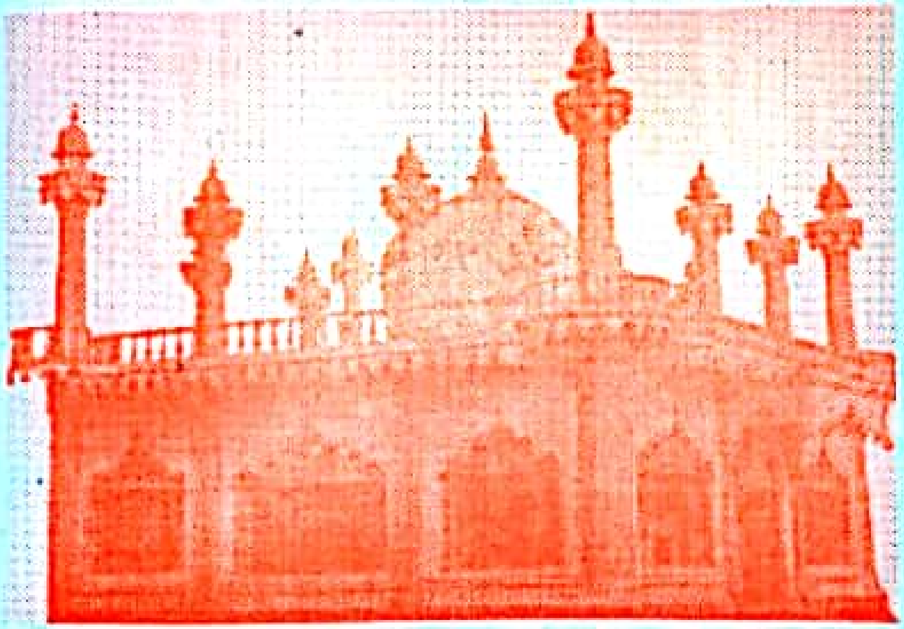
রাজনীতিতে

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)

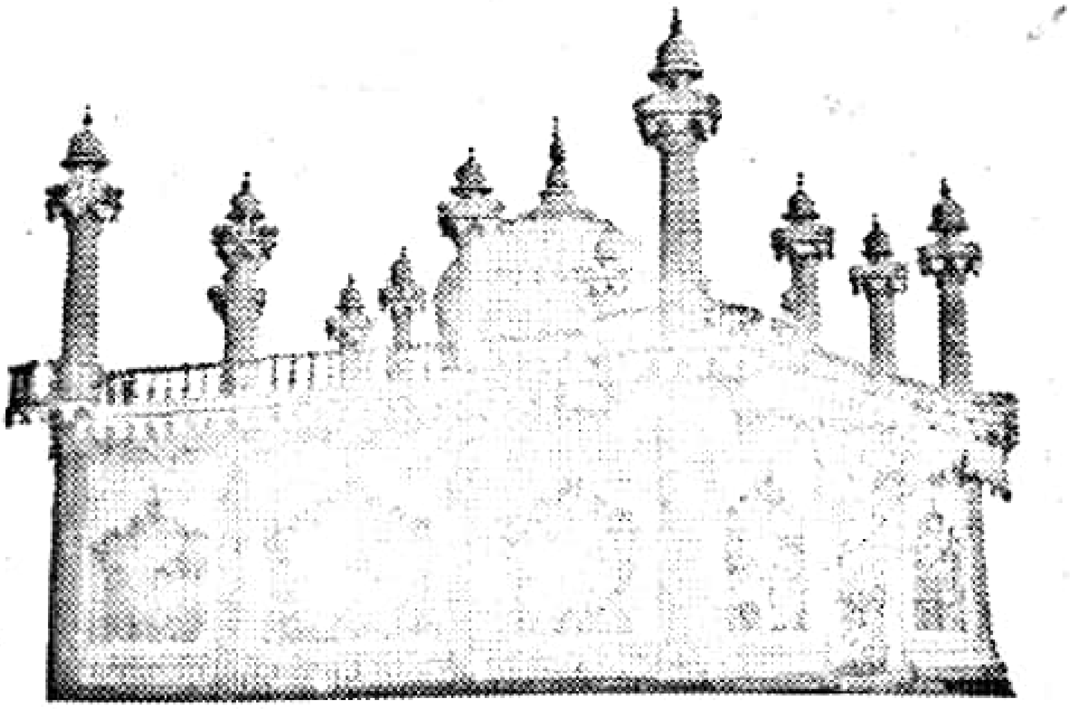


ডঃ মোস্তাফা আব্দুল কাইয়ুম

Scanned by CamScanner

রাজনীতিতে

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)



ডঃ মুস্তাফা আবদুল কাইয়ুম

প্রাক্তন অধ্যাপক

মৌলানা আজাদ (গভঃ) কলেজ কলকাতা

Scanned by CamScanner

উদ্ধৃতি হুবহু রাখা হয়েছে। বিষয় ও বিন্যাসে কোথাও কোথাও ত্রুটি থেকে গেছে। দ্রুত মূদ্রণের জন্যও বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। যতদূর সম্ভব সংশোধনের চেষ্টা করেছি। গ্রন্থটি রচনা করতে আমি আমার নিজস্ব গ্রন্থাগারে রক্ষিত বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, বিশেষ করে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) সম্পাদিত তের বছরের 'ছুন্নত অল-জামায়াত' পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। এই সমস্ত গ্রন্থ প্রণেতা, সম্পাদক ও লেখকদের নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ রইলাম।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)-এর সুযোগ্য পৌত্র জনাব শরফুল আমিন ভাই সাহেবকে যাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন দিক থেকে সার্বিক সহযোগিতা লাভ করেছি।

স্নেহভাজন হবিবর রহমানকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ-যিনি আমাকে 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকার বারোটি সংখ্যার 'ফটো কপি' দিয়ে এই মহৎ কাজ সম্পাদন করতে সাহায্য করেছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর নিকট সকলের উত্তম প্রতিদান কামনা করি।

১লা রমজান ১৪১৩ হিঃ — মুস্তাফা আব্দুল কাইয়ুম
১৪ই ফাল্গুন ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ
ফেব্রুয়ারী ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ

উৎসর্গ

বাল্যে যিনি আমাকে কোলে পিঠে মানুষ করেছেন—বড় হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছেন, আউলিয়াগণের চরিত্রের মত যাঁর চরিত্র সেই সম্মানীয় পিতামহ মরহুম আলহাজ মুন্সী ইজ্জত উল্লাহ সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

Scanned by CamScanner

প্রকাশক ঃ
পীরজাদা মোহাঃ শরফুল আমিন
মাওলানাবাগ দরবার শরীফ, বশিরহাট, উঃ ২৪ পরগণা
মোবাইল - ৯৪৩৪৩০০৯৫৭

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
১৩ই ফাল্গুন, ১৪২০ বঙ্গাব্দ
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৪ খ্রীঃ

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রচ্ছদ ঃ আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)-এর মাজার।

মুদ্রণ ঃ নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য - ৬০ টাকা মাত্র ।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) ছিলেন তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক দূরদর্শীতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁর বাস্তবধর্মীও বৈপ্লবিক কর্মসূচী ছিল সুদূর প্রসারী। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম প্রামান্য গ্রন্থ হিসাবে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে আমার গবেষণা গ্রন্থে এই অংশটি স্থান লাভ করে। ক্রমবর্ধমান আগ্রহের ফলে গ্রন্থটির নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল। নতুন বেশ কিছু তথ্য সংযোজিত হয়েছে। এর ফলে বর্তমান সংস্করণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমার ধারণা। অনুসন্ধিৎসু আগ্রহী পাঠকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমিন।

মুস্তাফা আব্দুল কাইয়ুম

২৬ রবিউস সানি ১৪৩৫ হিঃ
১৪ই ফাল্গুন ১৪২০ বঙ্গাব্দ
২৭ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ খ্রীঃ

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

Scanned by CamScanner

রাজনীতিতে
আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)

ভূমিকা

উপমহাদেশের তথা অবিভক্ত ভারতবর্ষের গোড়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে যে সব জাতি ভারতবর্ষে এসেছে, এদের কেউ নিজস্ব সমাজ ও সংস্কৃতি বজায় রাখতে পারেনি। হিন্দু ভারতবর্ষ তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নিয়েছে। উপমহাদেশের মুসলমানদের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রাচীন ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই বলেন—

"ভারতের অতীত ইতিহাস থেকে দেখা যায় আর্য বিজয়ের কাল থেকে শক, হুন ও গ্রীক প্রভৃতি যে সব জাতিই ভারতবর্ষে এসেছে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দু ভারতবর্ষ তাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। ভারতের ইতিহাসে বহিরাগত ইসলাম এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম। মুসলমানেরা তাদের নাম নিশানা হারিয়ে ভারতের হিন্দু জাতি ও সংস্কৃতির ইতিহাসে মিশে যায়নি; না যাওয়ার কারণ ধর্ম হিসেবে ইসলামের বিবর্তনবাদের দিক থেকে বলিষ্ঠতা এবং সমাজ জীবনের দিক থেকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বিবেক বুদ্ধির স্বীকৃতি দান এবং সাম্য-মৈত্রির ভিত্তিতে সহজ মানবতার উপর এ ধর্মের প্রতিষ্ঠা।[১] এ বিশ্লেষণ খাঁটি হলেও একথা বলতে হয় যে, বিজিত জাতির সংস্কৃতি এ দেশের মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

মুঘল আমল থেকেই হিন্দুদের সংস্কৃতি এদেশের মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মুঘল বাদশাহ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) রাজপুতনার হিন্দু রাজকুমারীর পানিগ্রহণ করেন।

১। মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, পৃষ্ঠা ৬-৭।

Scanned by CamScanner

ফলে হিন্দুদের সামাজিক আচার অনুষ্ঠান রীতি-নীতি মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ পায়। এমন কি, বাদশাহ, আকবর হিন্দু-খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের পুরোহিত ও যাজকদের প্ররোচনায় ধর্ম সংস্কারে লিপ্ত হন এবং বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে এদেশের সব ধর্মের সারবত্তা নিয়ে তিনি ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে 'দীন-ই-ইলাহী' বা 'তৌহীদ-ই-ইলাহী' নামে নুতন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। এই দীন-ই-ইলাহীর কার্যকলাপ অনেকাংশে ইসলাম বিরোধী ছিল।

উপমহাদেশের নবাবী আমলের সমাজেও এ হিন্দু প্রথার নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। মতিঝিল প্রাসাদে শাহ্মত জঙ্গ ও সউলত জঙ্গ এবং মনসুর গঞ্জ প্রাসাদে সিরাজউদ্দৌলা সানন্দে 'হোলি' উৎসব পালন করেছিলেন। মীরজাফরও হোলিতে অংশ গ্রহণ করতেন এবং মৃত্যুর মুহূর্তে দেবী কীর্তীশ্বরীর পাদোদক পান করতে সংকোচ বোধ করেন নি।[১] মুবারকউদ্দৌলা সাড়ম্বরে ভেলাভাসান পর্ব ও হোলি উৎসবের আয়োজন করতেন।[২]

উপমহাদেশে ইসলামের উপর হিন্দু প্রভাবের হেতু বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক টিটাস চারটি কারণ দাঁড় করেছেন। তিনি বলেছেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবাহ (বিশেষ করে হিন্দু স্ত্রী গ্রহণ মুসলমানের মধ্যে একটা বহুল প্রচলিত প্রথা ছিল) মুসলমান পীরের হিন্দু মুরীদ এবং হিন্দু যোগীর মুসলমান শিষ্য গ্রহণ, মুসলিম-মানসে হিন্দু চিন্তাধারা ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব (আকবর ও দারোশিকো যার প্রতিভূ) এবং ধর্মান্তর গ্রহণের অসম্পূর্ণতা (ধর্মীয় শিক্ষার নির্ভরযোগ্য পটভূমি ব্যতিরেকেই ইসলাম গ্রহণ)।[৩]

মধ্যযুগ থেকেই এ দেশের ইসলাম ধর্মে হিন্দুদের কায়দায় বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হতে থাকে। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মুসলমানদের (শিয়া-সম্প্রদায়) মহরম উৎসব।

১। ডঃ মুহম্মদ আনিসুজ্জামান- মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃষ্ঠা ১৫।
২। ঐ
3. Titus, M.T.- Indian Islam The Religious quest of Indian Series Oxford P.- 56

Scanned by CamScanner

মুসলমানদের সামাজিক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে একটা সংযম ও শালীনতার ছাপ রয়েছে অথচ মহররমের জাঁকজমকপূর্ণ উল্লাস দেখলে মনে হয় এটা হিন্দুদের উৎসব-অনুষ্ঠান। মুসলিম সমাজে হিন্দুদের অনুকরণে প্রচলিত দেবদেবী পূজা, পীর পূজা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে এক চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন মুহম্মদ আবদুল হাই। তিনি বলেনঃ তাজিয়া নির্মাণ এবং দশম দিবসে মঞ্জিল মাটি তাও দূর্গা পূজার প্রতিমা গঠন ও দশমীর দিনে বিসর্জনের মতো। হিন্দুদের গুরু পূজা মুসলমানদের পীর পূজা, পীরের দরগায় উরুস এবং অলি-আল্লাহদের মাজারের অতিরিক্ত জিয়ারত উপলক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত সেগুলোকে হিন্দুদের তীর্থস্থানের মত করে তোলা; বাংলা দেশের অশিক্ষিত ও গ্রাম্য মুসলমান সমাজে হিন্দুদের পৌরাণিক সমূদ্র দেবতার মতো খাজা খিজিরকে মেনে চলা, তাঁকে লক্ষ্য করে ফাতেহা পড়া, হিন্দুদের পূর্ব-পুরুষদের নামে স্মৃতি তর্পনের মতো নদীতে পয়সা ও মিষ্টান্ন অর্পণ করা, হিংস্র বন্য পশুদের উপরেও পীরদের মাহাত্ম্য ও প্রভাব স্বীকার করে পীরের সাহায্যে হিংস্র পশুদের শান্ত রাখা এবং তাদের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আত্মপ্রসাদ প্রভৃতি রীতি-নীতি ভারতীয় ইসলামে তথা বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ জীবনে হিন্দু প্রভাবজাত। বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে মুসলমানদের এক রকম পীর ছিল জিন্দাপীর বা কালু গাজী। নিম্নবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানদের এ কালুগাজী বাঘের মত দেবতা কালু রায় নামে পরিচিত ছিল। কলেরা বসন্তের কুগ্রহ প্রশান্ত করার জন্য নিম্মবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ওলা ও শীতলাদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। তাদের কুগ্রহ ও কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য এসব হিন্দুদের দেখা যেত গ্রাম প্রান্তের ও গ্রামের সবচেয়ে বড় অশ্বথ গাছে ডাবের পানি, লাউ এবং এ ধরণের নাড়ী শান্তকর খাবার দিয়ে আসত, তাদেরকে ভয় দেখানোর জন্য বড় রকমের একটা উঁচু বাঁশে ছাগলের চামড়ার মধ্যে ধানের খড় পুরে একটা ছাগলই পুতে রাখার ভান করা হতো। মুসলমানেরা এসব বিশ্বাস করতো এবং প্রতিবেশি হিন্দুদের অনুকরণে বিপদের দিনে এসব কুসংস্কারের প্রশ্রয়

Scanned by CamScanner

দিত। গৃহপালিত পশু হারিয়ে গেলে সেগুলো পাওয়ার জন্যে মানত করতো। অসুখ বিসুখে এবং চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণে সাদকা দিত। নদীতে নৌকা যাত্রার সময় দরিয়ার পাঁচ পীর বদরের নাম করতো।[১]

এ সব হিন্দু অনুকরণ উপমহাদেশে তথা ভারতীয় মুসলিম আমল থেকে। এদেশ ইংরেজ শাসনাধীনে চলে গেলে পর মুসলমানদের শিক্ষা -সংস্কৃতির অবস্থার সুযোগে এসব হিন্দু সংস্কার ও আচার ব্যবহার মুসলিম সমাজে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছিল বা কিরূপ চরম অবস্থার সৃষ্টি করেছিল, তার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যাবে মুহম্মদ ইকবালের উক্তি থেকেঃ

Surely we have out Hindued the Hindu himself : we are Suffering from a double caste system sectarianism and the social caste system which we have either learned or inherited from the Hindus. This is one of the quiet ways in which the conquered nations revenge themselves on their conquerors.[2]

এ সময় অবিভক্ত ভারতের মুসলিম সমাজ ও জাতীয় জীবনে এহেন কুসংস্কার ও অইসলামী ধর্ম-কর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশ করে। মুসলমানেরা হযরত মুহম্মদ (দঃ), খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনাদর্শ ত্যাগ করে কুসংস্কারচ্ছন্ন, উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসময় জীবন যাপনে মেতে ওঠে। ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও রীতি-নীতি ত্যাগ করে তারা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদের ধর্মের নামে অধর্মের প্রাধান্য দেখা দেয়।

১। হই ও আহসান- পূর্বোক্ত, পৃঃ ৭-৮।

2. *Quoted from the Hindusthan Review in Census of India Report, 1911. XVI, Punjab, Part I. P.165*

Scanned by CamScanner

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর জেনারেল হন। এরপর কর্ণওয়ালিস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত’ আইন এবং ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ‘লাখারাজ বাজেয়াপ্ত’ আইন পাশ করেন। এই দুটি আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের কঠোরভাবে দমন করা।[১] লর্ড কর্ণওয়ালিস মুসলিম উকিলও বিচারকদেরও বরখাস্ত করেন। অভিজাত মুসলমানদের জন্য সেনাবাহিনীতে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে দেন।[২] ক্রমে ক্রমে মুসলিমদেরকে বিভিন্ন চাকরী বিভাগ থেকে ছেঁটে ফেলা হতে থাকে।

অপরদিকে পাঞ্জাবের সুকারুচকিয়া দলের অধিপতি মহা সিংহের পুত্র রণজিৎ সিংহ্ অখিল শিখ সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। রণজিৎ সিংহ তাঁর লক্ষ্যকে কাজে পরিণত করার জন্য ‘রক্ত ও লৌহ’ নীতির দ্বারা রাজ্য প্রসারে সচেষ্ট হন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধি হলে শতদ্রুর পূর্বতীরের শিখ রাজ্যগুলি ইংরেজদের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয় এবং পশ্চিম তীর ও অন্যান্য অঞ্চলের রাজ্যগুলির উপর কোম্পানী মহারাজার অধিকার মেনে নেন। ফলে ইংরেজ ও শিখ মহারাজার সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

শিখরা ইংরেজদের উসকানিতে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাতে থাকে। তারা মুসলমানদের বস্তির পর বস্তি লুঠ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিত। মুসলমান মেয়েদের উলঙ্গ করে ইজ্জত নষ্ট করত। গরু জবাই সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল। মসজিদে শুকর রাখা হল এবং আজান ও নামাজ বন্ধ করে দেওয়া হল।

সামাজিক বিবর্তনের যুগ সন্ধিক্ষণেই ধর্মসংস্কার দেখা দেয়। মুসলমানদের সমাজ ও জাতীয় জীবনে এহেন ঘোর দুর্দিনে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব হয় এবং মুসলমানেরা তাদের ধর্মসংস্কারের দিকে মন দেয়।

১। ডবলিউ, ডবলিউ, হান্টার- দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস. লাহোর. ১৯৬৪, পৃঃ ১৩৯-৪০

২। ঐ

মুসলিম মানসে জাগরণের ঢেউ এসেছিল যা একদিন সশস্ত্র বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অভ্যুত্থান 'তরিকা-ই-মুহাম্মদীয়া'[১] নামে খ্যাত। সমাজের নতুন বিন্যাস, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে এ আন্দোলন শুরু হলেও এর মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণ ইসলামে ফিরে আসা তথা সর্বস্তরে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের শেরক ও বেদাত মুক্ত অকৃত্রিম ইসলামের পুনঃ প্রবর্তন। সর্বভারতীয় পর্যায়ে যখন সৈয়দ আহমদ শহীদ (রহঃ)-এর আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে তখন বাংলাদেশেও একটি আন্দোলন গড়ে

১। তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সৈয়দ আহমদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১)। তিনি উত্তর প্রদেশের রায় বেরিলীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সৈয়দ মোহাম্মদ ইরফান। তিনি বিখ্যাত হাসানী সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি দিল্লীর বিখ্যাত সংস্কারক ও আলীম শাহ ওয়ালীউল্লাহর সুযোগ্য পুত্র স্বনামধন্য শাহ আবদুল আজীজের বিশেষ করে শাহ আবদুল কাদিরের তত্ত্বাবধানে দু'বছর শিক্ষালাভ করেন। তিনি কিছুদিন টংকের নবাব আমীর খান পিণ্ডারীর সৈন্য বাহিনীতেও কাজ করেন। তিনি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে পবিত্র হজ্জ ব্রত পালন করেন। তাঁর চিন্তাধারা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রহঃ)-র ধ্যান ধারণা প্রসূত। তাঁর আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদের সব রকমের অনৈসলামিক ভাবধারা ও আচার অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত করে ইসলামের আদিও অকৃত্রিম বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা। এ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এবং আন্দোলন পরিচালনার সুবিধার জন্য ইসলামের মৌলিক আদর্শ ব্যাখ্যা করে 'সিরাতুল মোস্তাকিম' নামে একটি উচ্চমানের গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই মে বালাকোটে শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

Scanned by CamScanner

ওঠে। এই আন্দোলন ইতিহাসে 'ফরায়েজী আন্দোলন'[১] নামে প্রসিদ্ধ।

সমকালে পশ্চিম বাংলায় স্বতন্ত্রভাবে একটি সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর (রহঃ) (১৭৮২-১৮৩১) । ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া থানার হায়দারপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনের হাফেজ ও শরিয়তের পায়বন্দ (অনুসরণকারী)। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হজ্জ সমাপণ করেন। সৈয়দ আহমদ শহীদের (রহঃ) দ্বারা উজ্জীবীত হয়ে ইসলামের পুরনো দিনের গাম্ভীর্য ফিরিয়ে আনতে এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে মুসলমান সমাজে যে অবক্ষয় সূচিত হয়েছে তা প্রতিরোধ করতে তিনি ধর্মসংস্কারকের ভূমিকা নেন।

১৮৩১খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে নভেম্বর ব্রিটিশ শাসক, স্থানীয় নীলকর ও জমিদারদের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে এক অসম যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

১। 'ফরায়েজী আরবী শব্দ 'ফরজ' থেকে উৎপন্ন । এর অর্থ অবশ্য করণীয়। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রসুলের প্রতি বিশ্বাসীদের উপর ন্যস্ত কর্তব্য সমূহ মেনে চলা।
এই আন্দোলনের উদ্‌গাতা হলেন হাজি শরিয়তউল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০)। তিনি ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরের শামাইল মতান্তরে বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আব্দুল জলীল তালুকদার। তিনি মাত্র আঠার বছর বয়সে হজ্জ ব্রত পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ গমন করেন। সেখানে কুড়ি বৎসর অবস্থান করে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। সেখানে তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন মাওলানা তাহির আল সোনবাল আল-মক্কী (রহঃ) । তিনি দু'বার হজ্জ কার্য সমাধা করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরে তিনি ধর্ম সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মতবাদের মূল কথা হচ্ছে সৃষ্টি কর্তা এক আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত রসুলের উপর বিশ্বাস রাখা এবং একনিষ্ঠভাবে কুরআন শরীফের নির্দেশ পালন ও কুরআন বহির্ভূত সব আচার অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি বর্জন করা। ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ এবং ঢাকার এক তৃতীয়াংশ মসুলমান তাঁর অনুসারী হয়ে পড়ে। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা না করলেও সরকারের হাত থেকে তিনি রেহাই পাননি। এই মহান পুরুষ ১৮৪০ মতান্তরে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র মুহম্মদ মুহসীন ওরফে দুদু মিঞা (১৮১৯-৬২) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। দুদু মিঞার ইংরেজ বিরোধী মনোভাব কারো অবিদিত ছিল না। ১৮৩৮, ১৮৪১, ১৮৪৪ এবং ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে সরকার গ্রেপ্তার করে। প্রত্যেক বারে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পান। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর জেলে রাখা হয়। সেখানেই ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বন্দীদশায় তাঁর ইন্তেকাল হয়।

Scanned by CamScanner

আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন

তরিকা-ই-মুহম্মদীয়া ও ফরায়েজী আন্দোলনের ন্যায় বাংলায় আরও অনেক সংস্থা গড়ে ওঠে। আলেমরাই তার নেতৃত্ব দেন। বিশ শতকের সূচনা থেকে এই প্রয়াস শুধু অব্যাহত থাকেনি, বাংলার বিভিন্ন জেলায় একের পর এক ইসলামী সংগঠনের আবির্ভাব হয়। একই উদ্দেশ্য ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ইসলাম মিশন' নামে একটি সংস্থা গঠিত হলেও তার অস্তিত্ব খুবই অল্প দিন ছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ইসলাম ধর্মকে অবলম্বন করে মুসলিম সমাজকে পুনর্গঠিত করতে এবং ঐক্যবদ্ধরূপ দিতে প্রয়াসী হয়। রাজনীতির প্রাঙ্গনে সংস্থাটির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ফুরফুরার পীর হজরত আববুকর সিদ্দিকী (রহঃ) সমগ্র বঙ্গ-আসামের আলেম সমাজকে একত্রিত করে সমাজের স্তরে স্তরে ইসলামী রীতি-নীতি ও শরা শরিয়ত শিক্ষা দিবার মানসে 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন' নামে একটি শক্তিশালী প্রচার সমিতি গঠন করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ১৩১৭ সালের ৮ই মাঘ তারিখে কলকাতার গ্রীয়ার পার্কে আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।[১] আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) এই প্রচার সমিতির সম্পাদক ছিলেন।[২] ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে'র দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে ও ৩১শে অক্টোবর কলকাতার ৯নং ইউরোপিয়ান ইসাইলাম লেনে আঞ্জুমানের তৃতীয় অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে একটি কার্য পরিচালক সংঘ তৈরী হয়।[৩]

১। মোজাম্মেল হক- মাওলানা পরিচয়, পৃঃ ৩৫-৩৬।

২। ইসলাম দর্শন পত্রিকা : প্রথম বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

৩। প্রাগুক্ত পত্রিকা : প্রথম বর্ষ ১৩ সংখ্যা, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

Scanned by CamScanner

উক্ত পরিচালক সমিতিটি নিম্নরূপ ঃ

আঞ্জুমানের কার্য পরিচালক সংঘ

সভাপতি- মাওলানা শাহসুফী মোহাম্মদ আবুবকর সাহেব

সহ-সভাপতি- ১। হাজী মিঃ এ, কে, গজনভী ২। মাওলানা নাজের হোসেন ৩। হাফেজ রাহাত হোসেন ৪। মোল্লা এনামুল হক

সেক্রেটারী- মৌলবী মোহাম্মদ রুহোল আমিন

জয়েন্ট সেক্রেটারী- ১। মৌলবী মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, এম, এ, বি, এল (পরে ডঃ) ২। মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

এসিঃ সেক্রেটারীগণঃ১।মৌলবী আলতাফ হোসেন বি, এ ২। মোহাম্মদ আবদুল হালিম।

অডিটর ঃ মৌলবী আবদুল জওয়াদ বি, এল,

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই নভেম্বর নব নির্বাচিত কমিটী ঃ [১]

সভাপতি-মাওলানা শাহ সুফী মহম্মদ আবুবকর সাহেব।

সহ- সভাপতি- ১। হাজী মিঃ এ, কে, গজনভী। ২। শামসুল ওলামা মাওলানা বেলায়েত হোসেন। ৩। হাফেজ রাহাত হোসেন। ৪। মোল্লা এনামুল হক। ৫। সুফী তোজাম্মেল হোসেন সিদ্দিকী।

সেক্রেটারী— মৌলবী মোহাম্মদ রুহোল আমিন। জয়েন্ট সেক্রেটারীগণ। ১। মৌলবী মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম। ২। মৌলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, এম-এ, বি, এল।

এসিঃ সেক্রেটারীগণ—

১। মৌলবী আলতাফ হোসেন, বি-এল। ২। মৌলবী আবদুল ওদুদ। ৩। মোঃ আবদুল হালিম।

অডিটর - মৌলবী আবদুল জওয়াদ, বি-এল।

একাউন্ট্যান্ট- মৌলবী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ।

ক্যাশিয়ার- হাজী মৌলবী এলাহী বখ্‌শ- মার্চেন্ট।

১। ইসলাম দর্শন -দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, ১৩২৮, পৃঃ ২৭৯-২৮০)

Scanned by CamScanner

আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের প্রচারকগণ

বহু প্রচারক এই সংস্থায় কাজ করতেন। প্রথম দিকে কিছু বেতনভোগী প্রচারক থাকলেও পরবর্তীকালে সবাই অবৈতনিকভাবে কাজ করতেন। সকল প্রচারকের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এখানে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হল।

১। হজরত শাহ সুফী মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী।
২। হজরত মাওলানা রুহুল আমিন।
৩। হজরত মাওলানা নেছার উদ্দীন।
৪। হজরত মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী, যশোহর।
৫। মাওলানা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী।
৬। মাওলানা ফজলুর রহমান, পোড়াদহ, কুষ্টিয়া।
৭। মৌলভী হবিবর রহমান, ফরিদপুর
৮। মাওলানা ইয়াদ আলী, ২৪ পরগণা।
৯। মাওলানা মুনশী এবরাহীম, নদীয়া।
১০। মৌলভী আবদুল আজিজ, হরিপুর, ঝিনাইদহ।
১১। মৌলভী আবদুল মজীদ আটাপাড়া, বগুড়া।
১২। মৌলভী আবদুল জব্বার, শশীপুর, ২৪ পরগণা।
১৩। মৌলানা ফজলর রহমান নেজামী, চট্টগ্রাম।
১৪। হাজী মুনশী জহীর উদ্দীন, ঝিনাইদহ।
১৫। মাওলানা আজিহুদ্দীন, মহীগঞ্জ, রংপুর।
১৬। মৌলভী মোজাফ্ফর হোসেন, কর্পূরহাট, রংপুর।
১৭। মৌলভী মোজাহার আলী, বগুড়া।
১৮। মাওলানা আলী আহমদ।
১৯। মাওলানা আব্দুল হামিদ দেওপুরী।
২০। হাফেজ মৌলবী নজীর আহমদ
২১। মৌলবী সৈয়দ ওসমান আলি
২২। সৈয়দ আবদুল হক

Scanned by CamScanner

২৩। মুনশী বাকাউল্লা মল্লিক
২৪। খোন্দকার মোহাম্মদ কামেল
২৫। মুনশী ওয়ায়েজুদ্দিন আহমদ
২৬। চৌধুরী আফসারুদ্দিন আহমদ
২৭। মোল্লা আইনুল হক
২৮। মিঃ মহম্মদ মহসীন
২৯। মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ শরীফাবাদী
৩০। ডাঃ কে, এম, মমাফ
৩১। মুনশী জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ
৩২। মৌলবী শেখ আনোয়ার আলী
৩৩। মৌলবী ফয়জুল হক
৩৪। হাজী আবদুল গফফার
৩৫। মুনশী আবদুল গণি
৩৬। মৌলবী আবদুল হাকিম
৩৭। মৌলবী আলতাফ হোসেন
৩৮। ডাঃ আফতাবদ্দিন পোড়াদহ
৩৯। সৈয়দ আবদুল হক মীর সাহেব, চাঁদনী বাজার, কলকাতা
৪০। মাওলানা সৈয়দ আহমদ-হেড মৌলবী ফুরফুরা সিনিয়র মাদ্রাসা।

এঁদেরকে বঙ্গের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ও পল্লীতে পল্লীতে পাঠানো হত। প্রচারকগণ নানা স্থানে ভ্রমণ করে বহু মক্তব মাদ্রাসা স্থাপন, সামাজিক দ্বন্দ-কলহের মীমাংসা, হাফেজীয়া-কেরাতীয়া মাদ্রাসা স্থাপন ইত্যাদি বহু জনহিতকর কার্য্য করতে লোকদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতেন।[১]

১। (ক) মোহাম্মদ মোয়েজ্জম্দীন হামিদী-কর্মবীর মাওলানা রুহুল আমিন, পৃঃ ১৩১-৩২।
(খ) দিওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহিম হুসেন তর্কবাগিশ- হক্কীকতে ইনসানিয়াত, পৃঃ ২৯।
(গ) ইসলাম দর্শন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা দ্রঃ।

Scanned by CamScanner

আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের উদ্দেশ্য ঃ

২৭ নং ওয়েষ্টন স্ট্রীটস্থ অনারেবল নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সি, আই, ই, মহোদয়ের বাড়ীতে আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির অধিবেশনের রিপোর্ট[১] থেকে আঞ্জুমানের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যায়। এই অধিবেশনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ঃ

কোরবানী মুসলমানগণের ধর্ম বিষয়ক কর্ত্তব্য (ওয়াজেব) কার্য। গো-কোরবানী ইহার একটি প্রধান অঙ্গ। সুতরাং রাজনৈতিক স্বার্থ সাধনের জন্য যারা শরীয়তের অবমাননা করে গো-কোরবানী বন্ধের ফতওয়া বা মত প্রকাশ করতে অগ্রসর হয়েছে, এই আঞ্জুমান তাদের সেই ধর্ম বিরোধী কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করছে।

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি সীমার মধ্যে গরু জবাই বন্ধ করবার জন্য কর্মকর্তারা বদ্ধ পরিকর হয়েছেন। অথচ এই বিরাট মিউনিসিপ্যালিটিতে একজনও মুসলমান কমিশনার নাই। হিন্দুদের এই অন্যায় আবদার কার্যে পরিণত হলে মুসলমানদের ধর্ম কার্যে দারুণ আঘাত লাগবে। তাই আঞ্জুমানের পক্ষ হতে প্রতিবাদ করে বহু উর্দ্দু ও বাংলা ইস্তাহার জারী করা হউক। পবিত্র কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী ধর্ম প্রচার, সমাজ সংস্কার এবং দেশ ও জাতীর উন্নতি সাধনই আঞ্জুমানের ব্রত। পবিত্র কোরআনও হাদীসের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যাবতীয় ধর্মনীতি, রাজনীতি সমাজনীতির আন্দোলনে নির্ভয়ে যোগদান করতে যাঁরা অসমর্থ তাঁরা আঞ্জুমানের সংশ্রবে থাকতে পারবে না।

এছাড়া আরও যে প্রস্তাবগুলি আঞ্জুমান কর্তৃক গৃহীত হয়, তা হল—(১) আঞ্জুমান মুসলমানের পক্ষে 'বন্দে মাতরম' বলা হারাম ও কোফর এবং 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' বলা অনৈসলামিক অবৈধ কার্য বলে ঘোষণা করছে। (২) আঞ্জুমান স্বদেশী বস্ত্র বয়ন ও পরিধান করা দেশবাসীর অন্যতম কর্তব্য কার্য বলে অভিমত প্রকাশ করলেও 'বিলাতী বস্ত্র হারাম' এই ভিত্তিহীন মত দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করছে।[২]

১। ইসলাম দর্শন পত্রিকা—প্রথম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা পৃঃ ২৪০।
২। ঐ দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা পৃঃ ৪৬০।

Scanned by CamScanner

আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন অধিবেশনে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) পঠিত ভাষণঃ

আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের দশম বার্ষিক অধিবেশন হয় মোমেনশাহী জেলার নেত্রকোনায়। এই অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) যে ভাষণ পাঠ করেন তা থেকে আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের কর্মীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। শরিয়তে এছলাম পত্রিকায় তাঁর ভাষণ প্রকাশিত হয়।[১]

ভাষণ ঃ

بسم الله الر حمن الر حيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله

سيدنا محمد واله و صحبه اجمين ☆

মাননীয় ওলামা ও প্রতিনিধিগণ,

অদ্য আপনারা আমাকে 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের বার্ষিক অধিবেশন ও আলেম সম্মিলনীর সভাপতি নির্বাচিত করিয়া যে অতুল সম্মান দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আশাকরি, আপনারা এই গুরুতর দায়িত্ব পালনে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন।

অতঃপর অদ্য যে উদ্দেশ্যে এই আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালার বার্ষিক অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে, প্রথমতঃ তাহাই সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনাদের খেদ মতে আরজ করিব।

খোদাতায়ালা কোর-আন মজিদে বলিয়াছেন —

واعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا ☆

"তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

এই আয়াতে সমস্ত মুসলমানকে বিশেষতঃ আলেম সম্প্রদায়কে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কার্য করিতে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

১। শরীয়তে এছালাম পত্রিকা- ৪র্থ বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

Scanned by CamScanner

আরও কোর-আনে আছে— وامرهم شورى بينهم তাহাদের কার্য আপনাদের মধ্যে পরামর্শ মতে হয়।

এই আয়াতে উম্মতে মোহাম্মদীকে পরস্পরে যুক্তি পরামর্শ করিয়া কার্য নির্বাহ করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

যখন ছাহাবাগণ হযরতের এন্তেকালের পরে খেলাফত লইয়া বিভিন্ন মত অবলম্বন করিতে ছিলেন, তখন তাঁহারা পরস্পর পরামর্শ করিয়া সকলের সমবেত সিদ্ধান্ত অনুসারে এক মতাবলম্বন পূর্বক একতার বলে বলীয়ান হইয়া সমগ্র উম্মতকে হজরত আবুবকর (রাঃ)-র পতাকাতলে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তৎপর তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়িগণের সময় যখন বেদয়াতিরা শীরয়ত, হাদিছ ও মছলামাছায়েলে অমূলক মত যোগ দিতে আরম্ভ করে, তৎকালীন ওলামা সম্প্রদায় একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া হাদিছ ও ফেকাহ সংগ্রহ করিয়া প্রকৃত দ্বীন ইছলাম রক্ষা করিয়া ছিলেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে যখন খারেজী, রাফেজি, মোতাজেলা, মরজিয়া ইত্যাদি ভ্রান্ত দলের নানাবিধ কুমত প্রচার করিতে আরম্ভ করে, তখনই তৎকালীন ওলামা সম্প্রদায় একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া চারি মজহাবকে প্রকৃত ছুন্নত অল-জামায়াত অর্থাৎ নবীও তাঁহার ছাহাবাগণের অনুসরণকারী দল বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ভ্রান্তদলের মতগুলির মূলোচ্ছেদ করেন। এইরূপ প্রত্যেক শতাব্দীতে ওলামা সম্প্রদায় একযোগে ইছলামের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। প্রত্যেক শতাব্দীতে বেদয়াতীও ধর্মদ্রোহীদের আবির্ভাবে ও সত্যপরায়ণ আলেম সম্প্রদায়ের তৎ-প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়ার কথা হাদিছ শরীফে জ্বলন্ত ভাষায় ভবিষ্যদ্বানী করা হইয়াছে।

হযরত বলিয়াছেন—

ان الله عزوجل يبعث لهذه الامة على راس كل مائة سنة
من يجدد لها دينها (رواه ابو داود) ☆

Scanned by CamScanner

"নিশ্চয় মহিমান্বিত আল্লাহতায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর শির ভাগে এই উম্মতের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে পাঠাবেন যিনি তাহাদের দ্বীনের তজদিদ করিবেন অর্থাৎ বেদয়াত মত ধ্বংস করতঃ সুন্নাত রক্ষা করিবেন।"

আরও হযরত বলিয়াছেন—

يحمل هذ العلم من كل خلف عدو.له ينفون عنه

تحريف الغالين و انتح المبطلين و تاويل الجاهلين

(رواه البيهقى)

"প্রত্যেক যুগের লোকদের মধ্যে তাহাদের সত্যপরায়ণ আলেম দল বেদয়াতিদিগের পরিকল্পিত কোরআন হাদিছের অর্থ পরিবর্তন, বাতিল মতাবলম্বীদিগের অসত্য মতরূপে প্রকাশ ও শরিয়ত অনভিজ্ঞ লোকের কুটার্থ প্রচার করার গতিরোধ করিবেন।

জগত বিখ্যাত বাদশাহ আলমগীর যখন দেখিলেন, স্বার্থপর আলেমগণ নানাবিধ দুর্বল রেওয়াএত অবলম্বনে শরিয়তের অনিষ্ট সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তিনি বিভিন্ন দেশের বহু শত নেতৃস্থানীয় আলেমকে একত্রিত করিয়া ছহিহ্ রেওয়াএত সমন্বিত 'ফাতাওয়ায় আলমগীর' সঙ্কলন করাইয়া ইছলাম জগতের মহা কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন। বর্তমানযুগে যে সকল নাস্তিক, ধর্মদ্রোহী, শরিয়তদ্রোহী, বেদয়াত প্রচারক দলের আবির্ভাব হইয়াছে, হজরত (ছঃ) ইহার ভবিষ্যদ্বানী করিয়া গিয়াছেন।

তিনি হযরত (সঃ) বলিয়াছেন,—

ولاتقوم الساعة حتى تلعق قبائل من امتى بالمشر
كين و حتى تعبد قبائل من امتى الاوثان و انه سيكون فى
امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى الله و انا خاتم
النبيين لا نبى بعدى ولاتزال طائفه من امتي على الحق
ظاهرين لايضرهم من خالفهم حتى ياتى امر الله (رواه ابو
داود و الترمذى) ☆

"যতক্ষণ (না) আমার উম্মতের কয়েক সম্প্রদায় মোশরেক দিগের সহিত মিলিত হয় এবং যতক্ষণ (না) আমার উম্মতের কয়েক সম্প্রদায় প্রতিমা পূজা করে ততক্ষণ কেয়ামত উপস্থিত হইবে না। অচিরে আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন এরূপ লোক হইবে যাহাদের প্রত্যেকে আল্লাহতায়ালার নবী হওয়ার দাবী করিবে, অথচ আমি নবীগণের শেষ এবং আমার পরে কোন নবী হইবে না। আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক সর্বদা সত্যের উপর প্রবল থাকিবেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারণ কারীগণ তাঁহাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না। এমন কি যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালার হুকুম (কিয়ামত) উপস্থিত না হয়।

আরও ইমাম বোখারি হজরত হোজায়ফা (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন—

و الله ما ترك رسول الله ﷺ من قاعد فتنة الى ان تنقضى الدنيا يبلغ من معه ثلثمائة فصاعدا الاقد سماه لنا باسمه و اسم ابيه و اسم قبيلته (رواه ابو داود)☆

"হযরত (ছাঃ) তিন শতের অধিক বাতিল মত প্রচারকের নাম, তাহাদের পিতার নাম ও সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন।

হযরত এই জামানা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

اتخذ الناس روسا جها لا فسئلوا فافتوا لغير علم فضلوا و اضلوا (رواه البخارى و المسلم) متفق عليه ☆

"লোক জাহেলদিগকে নেতাস্থির করিবে, তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে, বিনা এলমে ফতওয়া প্রচার করিবে, নিজেরা পথভ্রষ্ট হইবে এবং লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিবে।

হযরতের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বানীগুলি বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হইয়াছে। খ্রীষ্টান মিশনারী, আর্য প্রচারক, ভ্রান্ত কাদিয়ানি ও বিকৃত

Scanned by CamScanner

বেদয়াত মতালম্বীদিগের বাড়াবাড়ীতে কত মুসলমান ধর্ম ভ্রষ্ট হইতেছে, পক্ষান্তরে আরবী বর্ণ জ্ঞানশূন্য কত অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক সুদ হালাল ও পর্দা বর্জ্জনের ফতওয়া দিয়া লোকদিগকে ভ্রান্ত করিয়া ফেলিতেছে। সুতরাং এখনও যদি আলেম সম্প্রদায় একযোগে উপরোক্ত ভ্রান্ত দল সমূহের গতিরোধ করিবার চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহারা হাশরে খোদা ও রছুলের নিকট কিরূপে মুখ দেখাইবেন ?

কি কি উপায়ে এই গুরুতর কার্য সমাধা করিতে হইবে, তাহার আলোচনা করার পূর্বে শ্রদ্ধেয় আলেম সম্প্রদায়কে দুই চারটি কথা বলা কর্তব্য বলে মনে করিতেছি ঃ

শ্রদ্ধেয় আলেম সম্প্রদায় সামান্য সামান্য মসলা লইয়া তুমুল কলহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা একেবারে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোরআনে আছে—

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم

"তোমরা কলহ করিও না, ইহাতে পদস্খলিত হইবে এবং তোমাদের শক্তি সামর্থ বিনষ্ট হইবে।

ছাহাবা, তাবেয়ি, তাবাতাবেয়ি, এমাম মোহাদ্দেছগণের মধ্যে সামান্য মতভেদ ছিল, কিন্তু তাঁহারা কলহ ফাছাদ করেন নাই। একে অন্যকে কাফের বলিয়াও অভিহিত করেন নাই।

অবশ্য কোন গুরতর বিষয় লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইলে, অধিকাংশ সত্যপরায়ণ আলেমের মত গ্রহণ করিলেই এই মতভেদের সমাধান হইয়া যাইবে। হযরত (সঃ) বলিয়াছেন—

و عليكم بالجماعة العامة (رواه احمد) ...

"তোমরা বৃহদ্দল (আলেমের) অনুসরণ করা লাজেম করিয়া লইবে।"

اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فى النار (راوه ابن ماجه)

"তোমরা অধিক সংখ্যক মোসলমানের (বিদ্বানের) পয়রবি

করিবে, কেননা যে ব্যক্তি তাহাদের পথ হইতে পৃথক হইবে, সে এব
দোজখে পতিত হইবে।

আরও হযরত বলিয়াছেন,—

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من

فقد (رواه ابو داود و احمد)

"যে ব্যক্তি বৃহৎ জামায়াতের এক বিঘত পথ ত্যাগ করিবে (
ব্যক্তি ইসলামের রজ্জুকে নিজের গলদেশ হইতে উন্মুক্ত করিয়া ফেলিবে
যদি কোন আলেম কোরআন হাদিছের বিরুদ্ধে সুদ গ্রহণ
পর্দ্দা বর্জ্জন বৈধ এবং অধিকাংশ সত্যপরায়ণ উপযুক্ত আলেমের মতে
বিরুদ্ধে সঙ্গীত বাদ্য হালাল এবং জীব জন্তুর ছবি ফটো জায়েজ হওয়া
ফৎওয়া প্রচার করে, তবে সমাজ তাহাকে বেদয়াতি ভ্রান্ত বলিয়া ধারণ
করিতে বাধ্য।

হযরত বলিয়াছেন—

لَعَنَ اللّٰه من اوى محدثا (رواه مسلم)

যে ব্যক্তি বেদয়াত মত প্রচারককে স্থান দান করিবে, খোদ
তাহার প্রতি লা'নত (অভিসম্পাত) প্রদান করিবেন।

আরও হযরত বলিয়াছেন—

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

(رواه البيهقى)

"যে ব্যক্তি কোন বেদয়াত প্রচারকের সম্মান করিবে, সে যে
ইছলাম ধ্বংস করিল, করার সহায়তা করিবে।

শ্রদ্ধেয় আলেম সম্প্রদায়কে নিম্নোক্ত হাদিছগুলি দ্বারা স্মর
করাইয়া দিতেছি।

الا ان شر الشرّ شرار العلماء وان خير الخير خيارا

لعلماء (رواه الدرامى) ☆

Scanned by CamScanner

"সাবধান! অসৎ আলেমগণ সর্বাপেক্ষা মন্দ, সৎ আলেমগণ সর্বাপেক্ষা উত্তম।

হযরত বলিয়াছেন—

يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعدو ان اخذتم يمينا و شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا (رواه البخارى) ☆

"হে আলেম সম্প্রদায়, তোমরা সরল পথে চল, তাহা হইলে অগ্রগামী হইতে পারিবে, আর যদি সোজা পথ ত্যাগ করত ঃ ডাইন ও বাম দিকে ধাবিত হও তবে মহাভ্রান্ত হইবে। এবং

قال عمر هل تعرف مايهدم الاسلام قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدل المنافق بالكتاب وحكم الائمة المضلين (رواه الدرامى)

হজরত উমর বলিয়াছেন, হে জেয়াদ, তুমি জান কি, কোন্ বস্তু ইছলামকে ধ্বংস করিবে? তিনি বলিলেন, না। হজরত উমর বলিলেন, আলেম ব্যক্তির ভ্রান্তিমূলক মত প্রচার, কোরআনের সহিত মোনাফেকদের বিরোধ করা ও বিভ্রান্ত এমামগণের ব্যবস্থা ইছলামকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

হজরত বলিয়াছেন,—

من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار (رواه ابو داود وترمذى)

"যে ব্যক্তি এরূপ এলম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইল যাহা সে অবগত আছে, তৎপরে সে উহা গোপন করিল, কেয়ামতের দিবস অগ্নির লাগাম তাহার মুখে স্থাপন করা হইবে।

Scanned by CamScanner

আলেম সম্প্রদায় যেন কাহারও অনুরোধ কিম্বা স্বার্থের প্রলোভনে পড়িয়া শরীয়তের আদেশ প্রচারে এক তিল কম বেশী না করেন, হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল না করেন।

বর্ত্তমানকালে সময়োপযোগী শিক্ষা প্রদান করিয়া উপযুক্ত আলেম শ্রেণী গঠন করিয়া লইতে হইবে। সর্বত্র কোরআন শুদ্ধ ভাবে পাঠের ব্যবস্থা প্রচলন করিতে হইবে, রাত্রির মক্তবে যুবক বৃদ্ধগণকে ও দিবসে বালকগণকে পড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফার্সি ভাষাকে একেবারে বাদ দেওয়া চলিবে না, কারণ কোরআনের তফছির, হাদীছের, টীকা ও মসলা -মাছায়েলের অনেক কেতাব ফার্সি ভাষায় লিখিত হইয়াছে, সেই কেতাবগুলির এলম আয়ত্ত্ব করিতে গেলে, ফার্সি শিক্ষা দেওয়া জরুরী।

বঙ্গীয় আলেম সম্প্রদায়ের পক্ষে বাঙ্গালার জ্ঞান ভাল করা আবশ্যক, ইহাতে তাঁহাদের পক্ষে কোরআন ও হাদীসের মর্ম্ম দেশবাসীদের সমক্ষে পেশ করার সুযোগ ঘটিবে। ইহাতে কোরআন হাদীছের অনুবাদ করার পথ প্রশস্ত হইবে। আরবীয় সম্প্রদায় আরবী কোরআন ও হাদীছ বুঝিতে সক্ষম হইয়া অতি অল্প সময়ে বহু জ্ঞান গবেষণা আয়ত্ত্ব করিতে ও নিজেদের চরিত্র সংশোধন করিতে পারিয়াছিলেন। পারস্য ও তুর্কিস্থানের আলেমগণ কোরআন, হাদীছের ফার্সি ও তুর্কি অনুবাদ করতঃ স্ব-স্ব-দেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের আলেমগণ কোরআন ও হাদীছের উর্দ্দু অনুবাদ প্রচার করিয়া জনসাধারণের পক্ষে দ্বীনিজ্ঞান সঞ্চয়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গালার আলেম সম্প্রদায়ের পক্ষে অশিক্ষিত বঙ্গবাসী জনসাধারণের হিতসাধন ও জ্ঞানচক্ষু উম্মিলীত করিয়া দেওয়ার জন্য কোরআন, হাদীছ, তফছীর, ফেকাহ ও ইতিহাসের বঙ্গানুবাদ করা জরুরী নহে কি ?

বর্ত্তমানে একদল ধর্মদ্রোহী লেখক বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে যে সকল ধর্মদ্রোহীতা প্রচার করিতেছে, তাহাদের কেহ না কেহ হজরতের

Scanned by CamScanner

সশরীরে মেরাজ গমন, ছিনাচাক, ও প্রত্যাদেশ প্রভৃতি মোজেজা সমূহ অস্বীকার করিতেছে, কেহ কেহ খোদা ও রছুলের প্রতি অবজ্ঞাভাব প্রকাশ করিতেছে, কেহ বা 'মোল্লা রাজ্য' 'মোল্লা হুজম' অর্থাৎ আলেম সম্প্রদায়ের প্রভাব ও এলমে শরিয়ত বিনষ্ট করার চেষ্টা করিতেছে, কেহবা কোরআনের সংস্কার করার দাবী করিতেছে, একদল লোক সুদ গ্রহণ না করাই মুসলমানের সমস্ত উন্নতির অন্তরায় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

এক্ষণে ওলামা সম্প্রদায়কে সসম্মানে জিজ্ঞাসা করি, উপরোক্ত ভ্রান্ত দলের মূল উৎপাটন করিতে হইলে তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্য দিয়া করিতে হইবে না কি ?

যদি হয়, তবে তাহাদিগের পক্ষে বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক।

প্রচলিত স্কুল পাঠ্য নাটক, নভেল, উপন্যাস, কবিতা ও বটতলার পুঁথিগুলির মধ্যে শরীয়তের বহু খেলাফ মত লিখিত হইয়াছে, যদি আলেম সম্প্রদায় তৎসমস্তের দিকে লক্ষ্য করিতেন, তবে শরীয়তের বিপরীত মতগুলি অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে কখনই বদ্ধমূল হইতে পারিত না। যদি ওলামা সম্প্রদায় জাতীয় সংবাদ পত্রিকাগুলি পাঠ করিতেন, তবে তৎসমুদয়ে লিখিত বেদয়াত ও বাতিল মতের অসারতা প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করিতেন।

কোন কোন আলেম ধারণা করিয়া থাকেন যে, রাজনীতিক ব্যাপারগুলি ইসলামের বহির্ভূত অন্য কিছু হইবে। কাজেই সংবাদ পত্রিকাগুলিতে যে রাজনীতিক ব্যাপারগুলি উল্লিখিত হইয়া থাকে তৎসমস্ত পাঠ করা জরুরী নহে। আমি তাহাদিগের খেদমতে সসম্মানে আরজ করি ইসলামে ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি পৃথক পৃথক বস্তু নহে, আমাদের হজরত (সঃ) একাধারে সমস্ত বিষয় মুসলমানদিগের শিক্ষা দিয়াছিলেন। উপযুক্ত ওলামা সম্প্রদায় যদি রাজনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন, তবে অযোগ্য বিশ্বাসঘাতক লোকেরা কিছুতেই জাতির স্বার্থ পদদলিত করার সুযোগ লাভ করিত না। একটি হাদীসে আছে।

Scanned by CamScanner

وقال متى الساعة قال اذا اضيعت الا مانية فا تنظر
السائة قال كيف اضاعتها قال اذا وسد الا مرالى
غير اهله فانظرا الساعة رواه البخارى

একটি অরণ্যবাসী হযরতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কেয়ামত কোন সময় হইবে। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যে সময় গচ্ছিত নষ্ট বা বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে, সেই সময় কেয়ামতের অপেক্ষা করিও। সে বলিল, কিরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে? হযরত বলিলেন, যে সময় কোন কার্য অনুপুক্ত লোকের উপর অর্পণ করা হইবে সেই সময় কেয়ামতের অপেক্ষা কর।"

মিছর, তুর্কি ও হিন্দুস্থানের অভিজ্ঞ ওলামা সম্প্রদায় সংবাদপত্র পরিচালনা ও রাজনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন, কেবল আমাদের বঙ্গদেশের ওলামা সম্প্রদায় ইহা হইতে সরিয়া পড়ায় মহা অনর্থের সূত্রপাত হইতেছে। আমাদের আলেমগণ, ইংরাজী শিক্ষা কিরূপ ধারণা করেন তাহাই আলোচ্য বিষয়।

মিষ্টার ছেল, রড ওয়েল, পামার[১] প্রভৃতি খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ কোরআন শরিফের ইংরাজী অনুবাদ করিতে গিয়া যে সমস্ত স্থলে পদস্খলিত হইয়াছেন অথবা ইচ্ছাকৃত বিকৃতসাধন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের প্রকৃত অনুবাদ ও সংশোধন করা মুসলমান জগতের আলেম সম্প্রদায়ের পক্ষে জরুরী নহে কি ?

মিষ্টার মোহাম্মদ আলী[২] প্রভৃতি কাদিয়ানি লেখকগণ কোরআন শরিফের ইংরাজী অনুবাদ ও টীকায় যে সমস্ত মারাত্মক কু-মত প্রকাশ করিয়াছেন, সে সমস্ত পাঠ করিয়া ইংরাজী শিক্ষিত সরল চেতা ছাত্রগণ ভ্রান্তির দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন, তৎসমস্তের প্রতিবাদ করা কি ওলামা সম্প্রদায়ের পক্ষে জরুরী নহে? কাউন্সিল কর্পোরেশন ও স্বায়ত্ত্ব-শাসন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে ইংরেজী শিক্ষা করা জরুরী হয় না কি? সে সমস্ত মুসলমানেরা গ্রীক ভাষা হইতে দর্শন বিজ্ঞানের অনুবাদ করিয়া ছিলেন,

---

১। আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) তাঁর 'বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফে' সেল, রডওয়েল ও পামারের ইংরাজী ভাষায় অনুদিত কোরআন শরীফের ভুলের সমালোচনা ও সংশোধন করেছেন।

২। আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) মোহাম্মদ আলী অনুদিত কোরআন শরীফের ভুলের সমালোচনা ও সংশোধন করেছেন।

Scanned by CamScanner

সেই সময় উহার ঘাত-প্রতিঘাতে ইসলামী আকিদা টলটলায়মান হইতেছিল, কাজেই মুসলমান ওলামা সম্প্রদায় দর্শন, বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া উহার গতিরোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বর্তমানে নতুন দর্শন, বিজ্ঞানের ঘাত প্রতিঘাতে ক্রমান্বয়ে ইসলামী আকায়েদ ক্ষীণপ্রভ হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কাজেই এই সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া ইসলামী আকায়েদের দৃঢ়তা সপ্রমাণ করা মুসলমানওলামা সম্প্রদায়ের কর্তব্য নহে কি ?

বর্তমানে আর্য সম্প্রদায় ইসলামের ঘোর শত্রুতা সাধন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের গতিরোধ কল্পে হিন্দুস্থানের স্থানে স্থানে মুসলমানেরা তাহাদের বেদ, স্মৃতি পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছেন, আমাদের বঙ্গবাসী আলেমগণকে বেদের অনুবাদ পাঠ করা নিতান্ত জরুরী নহে কি?

যে সময় খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ ইসলামের উপর ঘোর আক্রমণ এবং চারিদিকে চ্যালেঞ্জ দিতে আরম্ভ করেন,[১] সেই সময় মাওলানা রহমাতুল্লাহ মোহাজেরে মাক্কি(রঃ)[২] সাহেব খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল ও ইতিহাস পাঠ করিয়া 'এজহারোল হক' নামক প্রসিদ্ধ কেতাব লিখিয়া তাহাদের দর্প চুর্ণ করেন।

১। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা নবী (সঃ) কে গোনাহগার, কোরআন বিকৃত, বাইবেল অবিকৃত বলে প্রচার করছিল, তখন আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) মাসিক ইসলাম দর্শন ও বঙ্গনুর পত্রিকায় দীর্ঘ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

(ক) বাইবেল বিকৃত হইয়াছে (বঙ্গনুর— ১ম বর্ষ ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম সংখ্যা)।

(খ) বাইবেল মনসুখ বা রদ হইয়াছে (বঙ্গনুর—১০ম, ১১শ সংখ্যা)।

(গ) কোরআন শরীফ পরিবর্তন হয় নাই (১১শ, ১২শ সংখ্যা)।

(ঘ) পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ(ইসলাম দর্শন ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা)

২। মাওলানা রহমতুল্লাহ (রহঃ) ১২৩৩ হিজরীতে যুক্ত প্রদেশে মুজাফফরগড় জেলার কিরানা নামক ঐতিহ্যবাহী জনপদে জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় পাদ্রী করেস ফণ্ডর ও ফ্রন্সের সঙ্গে তাঁর তর্কযুদ্ধ হয়। এই তর্কযুদ্ধে পাদ্রী ফণ্ডর ও ফ্রন্স পরাজয় স্বীকার করেন। পাদ্রী ফণ্ড পরাজয়ের অপমান সহ্য করতে না পেরে ইউরোপে পালিয়ে যান।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরনাভী (রঃ) কে গ্রেপ্তার করার সমন জারি হলে তিনি মক্কায় হিজরত করেন। ফণ্ডর পাদ্রী কনষ্ট্যানন্টিনোপল থেকে মাওলানা রহমাতুল্লাহকে (রঃ) পুনরায় তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানান। মাওলানা রহমাতুল্লাহ (রঃ) কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে পাদ্রী ফণ্ডরকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। ১৩০৮ হিজরী ২৪শে রমজান মদিনায় মাওলানা রহমাতুল্লাহ (রহঃ) ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা রহমাতুল্লাহ লেখা বই 'এজহারোল হক' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তখনকার দিনের বৃটিশ পত্র-পত্রিকা লিখেছিল, 'এই বই যদি ইংরাজী ভাষায় অনুদিত হয়ে ইউরোপে এসে পৌছায় তবে এদেশে খৃষ্টধর্মের ইমারতে মারাত্মক ধ্বসে নামার আশঙ্কা রয়েছে।'

' পাদরী ফণ্ডর কৃত মিজান -উল-হক পুস্তকের প্রতিবাদে তিনি 'রদ্দে মিজান-উল- মিজান', 'এযালাতুল আওহাম' ও এজাজে ইসুবী' নামে প্রতিবাদ পুস্তক প্রণয়ন করেন। পাদরী ফণ্ডর অনেকদিন জীবিত ছিলেন, কিন্তু টু শব্দ করিতে পারেন নাই। মাওলানা রহমাতুল্লাহ পাদরী ফণ্ডের এক একটি প্রশ্নের ৪০টি করে উত্তর দিয়েছিলেন।

Scanned by CamScanner

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পাদ্রী একদা কনষ্ট্যান্টিনোপলে বাহাছের জন্য মুসলমানদিগের চ্যালেঞ্জ করায় কোন আলেমই তাঁহার সহিত বাহাছ করিতে সাহসী হইতে ছিলেন না, কিন্তু মাওলানা রহমাতুল্লাহ সাহেব তথায় উপস্থিত হওয়ায় পাদরী সাহেব তাহার নাম শুনিয়াই সভয়ে স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

মূল কথা, আমাদিগকে সময়োপযোগী প্রচার দল গঠন করিতে হইবে, ইহার জন্য স্থানে স্থানে ট্রেনিং শিক্ষালয় স্থাপন করিতে হইবে। আমাদের দেশে নতুন ও পুরাতন স্কিমের যে মাদ্রাসাগুলি আছে, উহার প্রত্যেকটি যে সংস্কার সাপেক্ষ তাহা বলাবাহুল্য।

আমাদের ওলামা সম্প্রদায় যত দিবস সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় জাতির প্রচারক দল, লেখক দল, অনুবাদক দল গঠন না করেন, বয়তুল মাল সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কোতবখানা (লাইব্রেরী স্থাপন) না করেন, বিবিধ আঞ্জুমান গঠন করিয়া দেশের, জাতির ও সমাজের সংস্কার সাধন না করেন, ততদিবস তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিলেন না বুঝিতে হইবে।

দেশের স্থানে স্থানে লাইব্রেরী স্থাপন করিতে হইবে। তফছীর, ফেকাহ, হাদীছ ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রচুর পরিমাণ কেতাব তথায় সংগ্রহ করিতে হইবে। বেদ, বাইবেল, কাদিয়ানি ও অন্যান্য মতের পুস্তকাবলী এবং ছুন্নত অল জামায়াতের ওলামা কর্ত্তৃক লিখিত কেতাবগুলি উহাতে সংগ্রহ করিতে হইবে। কেতাবখানার অভাবে আমাদের ওলামা সম্প্রদায় অকর্মণ্যভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন। প্রত্যেক স্থানে বয়তুলমাল ফাণ্ড সংগ্রহ করিতে হইবে, প্রত্যেক মুসলমান মুষ্টি চাউল, ধান্য, পাট, সুপারি, নারিকেল, বিবাহ ও খয়রাত উপলক্ষ্যের সাহায্য হইতে এই ফাণ্ডের পুষ্টি সাধন করিবেন। ৩০/৪০ গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া একটি বোর্ড কর্ত্তৃক ইহা পরিচালিত করিতে হইবে, ইহার হিসাব নিকাশ ২/১ মাস অন্তর লইতে হইবে। এই তহবিলের অর্থ দ্বারা মাদ্রাসা, মক্তব, এতিমখানা পরিচালিত করিতে হইবে, দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করিয়া তাহাদের শিক্ষা লাভের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতে হইবে।

Scanned by CamScanner

জাকাত, ফেৎরা ও কোরবানির চামড়ার মূল্যের কতকাংশ দ্বারা একটি দরিদ্র ভাণ্ডার (Poor Fund) স্থাপন করিয়া এতিম ছাত্র ও দরিদ্র তালেবুল এলমদিগের খোরাক পোষাক ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। বয়তুলমাল ফাণ্ডের আংশিক দ্বারা একটি ইছলামী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া দরিদ্রদিগকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলে বিনা সুদে কর্জ্জ দান এবং ফসল অন্তেই উহা আদায় করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এইরূপ ব্যাঙ্ক গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক রেজিষ্টারী করিয়া লওয়া আবশ্যক, তাহা হইলে কেহ টাকা নষ্ট করিতে পারিবে না। বয়তুল মালের আংশিক আয়ের দ্বারা প্রচারক দলের বেতন দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। উহার কিছু অংশ দ্বারা প্রয়োজনীয় পুস্তক ছাপাইয়া নামমাত্র মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে।

স্থানে স্থানে আঞ্জুমান গঠন করিয়া শালিসী বোর্ড স্থাপন পূর্ব্বক দেশের কলহ-ফাছাদ দূরীভূত করিতে হইবে। অঞ্চলে অঞ্চলে বিরাট ঈদগাহ স্থাপন পূর্ব্বক দেশের লোকদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব দৃঢ় করিয়া তথায় শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিবাহ ও ঈছালে ছওয়াব উপলক্ষ্যে ব্যয় সংকোচন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে সমাজের লোক অপব্যয় মূলক বিবাহ ভোজ, গমি ভোজ ইত্যাদিতে যোগদান করা নাজায়েজ মনে করে, তাহার প্রচার করিতে হইবে। ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে মন আকৃষ্ট হইবার জন্য জোর আন্দোলন চালাইতে হইবে। জাতীয় সহানুভূতি জাগাইবার জন্য বিশেষ উপদেশ প্রদান করিতে হইবে।

উপসংহারে ধনী সম্প্রদায়কে বিনীতভাবে আরজ করি, হযরত নবী (সঃ) সাহাবাগণসহ মদীনা শরীফে গমন করার পরে আনছার সম্প্রদায় নিজেদের অর্থ, শস্য ও বাসস্থান দ্বারা তাঁহাদিগের সাহায্য করিয়া খোদা ও রাছুলের প্রীতিভাজন হইয়া ছিলেন।

এমন কি খোদাতায়ালা কোরআনের বহুস্থানে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। সুরা তওবা এবং সুরা হাশরে তাঁহাদের দানশীলতা ও বদান্যতার যেরূপ উচ্চ প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

হাদীস শরীফে আনছারদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে আমিই আনছার দলভুক্ত। الانصار منا।

Scanned by CamScanner

হজরত ওছমান (রাঃ) একজন ইহুদীর নিকট হইতে রূমা নামক কুপ খরিদ করিয়া মোছলমানদিগের জন্য অকৃফ করিতে ৬৫ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাবুক যুদ্ধে খোদার পথে ৭ শত ঘোটক ও ৩ শত উষ্ট্র দান করিয়াছিলেন। মদীনা শরীফের মছজিদে মোছলমানদিগের স্থান সঙ্কুলন হইতেছিল না, কাজেই উহার পার্শ্ববর্তী স্থান খরিদ করিয়া মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি করিতে ২৫ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

হজরত (ছঃ) তাঁহার এই দানের উপর অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ওছমান কয়েকবার বেহেশত খরিদ করিয়াছেন। সমাগত ধনী সম্প্রদায়কে সসম্মানে আরজ করি, আপনারা ছাহাবাগণের উপরোক্ত প্রকার কার্যের অনুসরণ করিয়া খোদা ও রছুলের পরম প্রীতিভাজন হইবেন কি ?

হযরত নবী করিম (সঃ) ইছলামের দুর্দশা জানিতে পারিয়া আজিও মদীনার রওজা শরীফে চক্ষের পানিতে বক্ষ ভাসাইতেছেন, সেই রছুলের শাফায়াতের আশা যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা এই দুর্দিনে ইসলাম রক্ষা করিতে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

হে তরুণ সম্প্রদায়! আপনারা সুদ হালাল, পর্দা ফাঁক, সঙ্গীত বাদ্য জায়েজ এবং মোল্লারাজ্য ধ্বংস করিতে আকুল হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু আপনাদের ইছলাম তরণী যে সমুদ্রের অতল বারিতে নিমজ্জিত হইতেছে, ইছলামকে ধরাবক্ষ হইতে মুছিয়া ফেলিবার কল্পনা করা হইতেছে তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন কি ?

কোথায় কর্মবীরেরা, এখনও কি প্রগাঢ় নিদ্রায় বিভোর হইয়া থাকিবেন? একবার গাত্রোত্থান করুন, জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে যে যে পন্থা অবলম্বন করা আশু আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তৎসমস্ত অবলম্বন করিতে অগ্রসর হউন।

লোন অফিস ও ব্যাঙ্কের ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া সমাজ সর্বশান্ত হইতে বসিয়াছে, অচিরে বয়তুল—মাল ফাণ্ড স্থাপন করিয়া উহার গতিরোধ করিতে বদ্ধ পরিকর হউন।

সমাজ যে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার দোষে অধঃপতনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, কালবিলম্ব না করিয়া স্থানে স্থানে উপযুক্ত সময়োপযোগী মক্তব মাদ্রাসা স্থাপন করতঃ জাতিকে পুনর্জীবিত করুন।

Scanned by CamScanner

হে তরুণ ভাইগণ, আসুন, গৃহ-বিবাদে জাতিধর্ম বিসর্জন না দিয়া যাহার দ্বারা যতটুকু সম্ভব হয় জাতি-ধর্মের কল্যাণ সাধন করিতে বীরের ন্যায় অগ্রসর হই, আত্মকলহ করার সময় নাই।

খোদার এই মহান বাণী—

"তোমরা বিরোধ করিও না, তাহাতে পদস্খলিত ও শক্তিহীন হইবে।" এই বাণী মস্তকে ধারণ করিয়া খোদা ও রাছুলের রজ্জুকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি এবং পাশাপাশি মিলিয়া মিশিয়া জাতির হিতসাধনে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ি। খোদা আমাদের তরুণ ভাইদিগকে কুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া সুপথে পরিচালিত করুন। আমিন, ইয়ারাব্বাল আলামীন।

আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের মুখপত্র

আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের মুখপত্র ছিল ইসলাম দর্শন মাসিক পত্রিকা। পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো ১৩নং চাদনীচক ফার্স্ট লেন, কলকাতা থেকে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও নুর আহমদ। কলকাতা ৩৪ নং মেছুয়া বাজার স্ট্রীট মেটকাফ প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন সাহেবজাদা মোহাম্মদ সুলতান আলম, এটর্নী-য়্যাট-ল। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মৌলবী আলতাফ হোসেন বি-এ।

প্রথমদিকে আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের মুখপত্র ছিল আবদুর রহিম সম্পাদিত 'মোসলেম হিতৈষী' সাপ্তাহিক পত্রিকা।

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) ইসলাম দর্শন পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকেই তাঁর লেখা স্থান পেত। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ইসলাম দর্শন পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় তাঁর 'এলমে তাসাউফ' এবং 'আসল ও নকল পীর' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'চুল রাখিবার নিয়ম।' তাঁর 'ধর্ম ও সমাজ সংস্কার' প্রবন্ধটি ধারাবাহিক ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা থেকে ৮ম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১ম বর্ষ ১০ সংখ্যা থকে ধারাবাহিক ভাবে তাঁর গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ আল্লাহ তায়ালার স্বরূপ' প্রকাশিত হয়। এছাড়া পত্রিকায়

Scanned by CamScanner

আরও কয়েকটি গবেষণা পূর্ণ ধারাবাহিক প্রবন্ধ (ক) নবিগণের পবিত্রতা (খ) কোরআনের তহরিফ (পরিবর্তন) না হওয়া (গ) তওরাত ও ইঞ্জিলের তহরিফ হওয়া (ঘ) তওরাত ও ইঞ্জিলের মনছুখ হওয়া (ঙ) পয়গম্বরগণের নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ (চ) আহলে হাদিসের প্রকৃতি (ছ) আয়ু কম বেশী হয় না কিনা? (জ) পণ প্রসঙ্গ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের প্রচারকরা একদিকে যেমন মুসলিম সমাজের কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করেছিলেন অন্যদিকে বহু বিধর্মীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।[১]

বঙ্গীয় মুসলমানদের উন্নতির জন্য আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের ভূমিকা উপলব্ধি করা যায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৪শে বৈশাখ শনিবার যশোহর জেলার দৌলত ডিহি গ্রামে আঞ্জুমানের বার্ষিক অধিবেশনের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবগুলি থেকে। প্রস্তাবগুলি নিম্নরূপ।

১। গত ২০শে এপ্রিল মেদিনীপুরের জনপ্রিয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আর, ডগলাস, আই, সি, এস, ডিষ্ট্রীকট বোর্ডের কার্য করা কালীন আততায়ী কর্তৃক আহত হইয়া অকালে কাল গ্রাসে পতিত হওয়ায় এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং এ প্রকার অপকার্যের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে। এই সভা তদীয় শোক সন্তপ্ত পরিবারের সহিত গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে।

১। এ প্রসঙ্গে জমিরউদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি নদীয়া জেলার গাঁড়াডোব গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে এইচ,জি, আর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ খ্রীষ্টান বন্ধব পত্রিকায় আসল কোরআন কোথায়? নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এর উত্তরে মুন্সী মেহেরুল্লাহ সুধাকর পত্রিকায় একট পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। ধর্ম সংক্রান্ত বাদানুবাদে তিনি মেহেরউল্লাহের কাছে পরাজয় স্বীকার করে স্বধর্মে ফিরে আসেন।

তিনি আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং খ্রীষ্টানদেরকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। (দ্রঃ ইসলাম দর্শন, ১ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা)।

আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের আনারারী প্রচারক মাওলানা আলি আহমদ সাহেব- ১৩২৮ সালের কার্তিক মাসে দুই জন বিধর্মীকে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। পৌষ মাসে ৩ জন নারীকে প্রচারকগণ ইসলামের ছায়াতলে দীক্ষিত করেন বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়। দ্রঃ ইসলাম দর্শন, দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা ও ১০ম সংখ্যা।

Scanned by CamScanner

২। যেহেতু বর্তমানে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের দিনে বঙ্গীয় মোসলমানগণ অলইণ্ডিয়া মোসলেম কন্‌ফারেন্স কর্তৃক গৃহীত ১৯২৯ সালের ১লা জানুয়ারী, ১৯৩১ সালের ৫ই এপ্রিল ও ১৯৩২ সালের ২১শে ও ২২ শে মার্চ তারিখের প্রস্তাব সমূহের পুনরাবৃত্তিপূর্বক গভর্ণমেণ্টকে অবগত করিয়া দিতেছে যে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট শতকরা ৩৩ জনের কম নিয়োগ করিলে এবং বাঙ্গালা ও পাঞ্জাবের গভর্ণমেণ্ট মোসলেমদিগের সংখ্যাধিক্য এবং অন্যান্য প্রদেশে মোসলমানদিগের গুরুত্ব (Weightage) প্রদান না করিলে মোসলমানগণ অন্য কোন প্রকার সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন না।

৩। এই সভা গভর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে যে, অতি সত্ত্বর রেলওয়ে ও সৈনিক বিভাগে এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন সমস্ত চাকুরীতে শতকরা ৩৩টি চাকুরী এবং বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের অধীন সমস্ত চাকুরীতে শতকরা ৫৪টি চাকুরী মোসলমানদিগের জন্য সংরক্ষণ করা হউক।

৪। যেহেতু লোথিয়ান কমিটি বঙ্গদেশে মাত্র দুইখানা গ্রাম পরিদর্শন করাইয়া গ্রুপ সিষ্টেমের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মোসলমানদিগের ভীষণ ক্ষতিকারক বলিয়া এই সভা গভর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে যে উক্ত গ্রুপ সিষ্টেম যেন কার্যে পরিণত না হয়। উক্ত গ্রুপ সিষ্টেম কার্যে পরিণত হইলে বঙ্গীয় মোসলমানগণ সংখ্যা গরিষ্ঠ হইয়াও কার্যক্ষেত্রে সংখ্যা লঘিষ্ঠ হইয়া যাইবে।

৫। এই সভা দৃঢ়তার সহিত জ্ঞাপন করিতেছে যে, জাতি ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় আইন সভাতে মোসলমান, খ্রীষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি জ ের সমাজবিধি ও ধর্ম নীতির

Scanned by CamScanner

বিরুদ্ধে কোন আইন যেন পাশ না করা হয়। বিভিন্ন জাতির সামাজিক ও ধর্মনীতির বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ণ পূর্বক সমাজ ও ধর্মে হস্তক্ষেপ করিয়া জনসাধারণকে যেন বিচলিত না করা হয়।

৬। যেহেতু বর্ত্তমান প্রচলিত প্রজাস্বত্ব আইন আদৌ প্রজার অনুকুলে নহে। অতএব, এ সভা গভর্ণমেণ্টকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে যে, অতিসত্বর কাউন্সিলে সংশোধনী প্রস্তাব উথাপন করতঃ প্রজাসত্ব আইনের সংশোধন করা হইক, যাহাতে উহা প্রজার প্রকৃত হিতকামী হয়।

৭। দেশবাসীর অর্থনৈতিক সঙ্কটকালে বঙ্গদেশের জমিদার ও মহাজনগণ যে পরিমাণে তামাদির মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, বহু কৃষকের জমিজমা ভিটাবাড়ী বিক্রয় হইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে বহু লোকের বেকার সমস্যার কারণ হইবে অতএব এই সভা সহৃদয় গভর্ণমেণ্টের সুদৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করিয়া এই ভয়াবহ প্রতিকার কল্পে সত্ত্বর আবশ্যকীয় পন্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছে এবং যতদিন পর্যন্ত বর্ত্তমান অর্থ কৃচ্ছতা দূরীভূত না হয়, ততদিন পর্যন্ত প্রজা সাধারণের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যাহাতে বিক্রয় না হয়, তদ্রুপ আইন প্রণয়ণ করিয়া প্রজা সাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

৮। এই সভা জমিদার, হাটের ইজারাদার এবং তহশীলদার দিগকে দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছে যে, বারোয়ারী, পূজা পার্বনী প্রভৃতি ইসলাম বিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য কোন প্রকার চাঁদা এবং আইন বিরুদ্ধ আবোয়াব প্রভৃতি প্রজা ও দোকানদারদিগের নিকট হইতে যেন আদায় করা না হয়। যাহাতে ঐরূপ বে-আইনী আদায়সমূহ না

Scanned by CamScanner

হইতে পারে, তৎপ্রতি গভর্ণমেন্টের বিশেষ দৃষ্টি কামনা করিতেছে।

৯। এই সভা ফ্রি প্রাইমারী শিক্ষা বিল অতি সত্ত্বর কার্যে পরিণত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে।

১০। এই সভা প্রত্যেক প্রকার বে-আইনি আন্দোলন অশান্তি, অনাচার দলাদলী, আত্মকলহ, বিবাদ-বিসম্মাদ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক থাকিবার জন্য সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছে।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের পাবনা জেলার হাদল মাদ্রাসায় "আঞ্জুমান-ই- ওয়ায়েজীন"- এর ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশনে ৮৬টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাব সমূহের ৬নং প্রস্তাবে বলা হয়- "গত ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান ও আর্যগণ বহু সহস্র মুসলমানকে ধর্ম ভ্রষ্ট ও অসুদ্ধ মোরতাদ করেছে। প্রধানতঃ খ্রীষ্টান ও আর্যগণের লিখিত ও মৌখিক প্রচারের ফলেই এ ভীষণ ব্যাপার সম্ভবপর হয়েছে। এতএব আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে বিধর্মীদের প্রচার কার্য প্রতিরোধ করে তাদের পুঁথি পুস্তক সমূহের প্রতিবাদ প্রণয়ন ও প্রকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হউক।

প্রস্তাব রাখেন শেখ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ আর আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) তা অনুমোদন করেন।

ডঃ গীরিন্দ্র নাথ দাস বলেন, "আঞ্জুমান-ই-ওয়ায়েজীনের মত একটি মুসলিম সংগঠনের সমর্থন পাওয়ার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ডঃ কিচলু, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মহাত্মা গান্ধীর মত নেতারা সর্বদাই এই সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন।"[১]

১। ডঃ গিরিন্দ্র নাথ দাস- বাংলার পীর সাহিত্যের কথা, পৃঃ-১৯৪।

Scanned by CamScanner

জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসাম (১৯২০—১৯৪৩)

অবিভক্ত ভারতের আলেমগণ আধুনিক শিক্ষিত মুসলিম নেতাদের ছাড়াই উপমহাদেশের মুসলমানদের ইসলামী নেতৃত্বদানের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ নামক একটি সর্বভারতীয় ওলামা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। যুক্ত জাতীয়তার ও বিনা শর্তে কংগ্রেসের সমর্থনের প্রশ্ন দেখা দেওয়ার আগ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতের প্রায় সকল শ্রেণীর আলেমই জড়িত ছিলেন।

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) রাজনীতিতে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী ছিলেন। তদীয় পীর হজরত আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)-র সঙ্গে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তিনি জমিয়ত-ই উলামায়ে হিন্দের শাখা বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়ত-ই- উলামায়ে হিন্দের সদস্য পদ গ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে খেলাফৎ আন্দোলনের পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। জমিয়ত-ই-উলামায়ে হিন্দ অসহযোগ আন্দোলনে কংগ্রেসকে সমর্থন করে।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯, ২০, ২১শে ডিসেম্বর দিল্লীতে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের সভাপতিত্বে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের এক বিরাট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ঐ কনফারেন্সে মিঃ গান্ধী, মতিলাল নেহেরু, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অধিবেশনে এ বিষয়টি আলোচনাধীন ছিল যে, মুসলমানদের কি বিনাশর্তে কংগ্রেসে শরীক হওয়া উচিত, না তাদের অধিকার পূরণের শর্তে হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। মুসলমানদের একটি দল বিনা শর্তে কংগ্রেসে যোগদানের সপক্ষে মতপ্রকাশ Bṏpk +ÿu±±ú±TÏöpÕÿ+ö Ýü+±Ïüý öU Õ±ü+ Ûöp বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের বিরোধিতা করেন।

Scanned by CamScanner

পীর হযরত আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) ও আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন।[১] অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন না করা সম্পর্কে মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ) বলেন,[২] অসহযোগ আন্দোলনের সময় যখন কংগ্রেস স্কুল কলেজ বয়কট নীতি পুরোদমে চালাইতেছিল, তখন (ফুরফুরার) পীর সাহেব কেবলা মোসলেম সমাজকে এই নীতি অবলম্বন না করতে দৃঢ়ভাবে উপদেশ দেন। কারণ মুসলমান সমাজ শিক্ষা ক্ষেত্রে একেত পশ্চাৎপদ তার উপর স্কুল-কলেজ বয়কট নীতি অবলম্বন করিলে তাহারা আরও সহস্র যোজন দূরে ছিটকাইয়া পড়িবে। মুসলমান সমাজের শিক্ষার অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য স্কুল-কলেজ বয়কট নীতি হিন্দু কংগ্রেসেরে একটি চালবাজী মাত্র। দুই তিন দিন পরে তাহাদের ছেলেরা বিদ্যায়াতনে ঢুকিয়া পড়িবে, কিন্তু মুসলমান ছেলেদের শিক্ষা ঐ পর্যন্ত খতম।

পীর হজরত আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) ও আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ত্যাগ করে জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গলা ও আসাম গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের অফিস ছিল ৯নং হালদার লেন, কোলকাতা

১। শরিয়তে এসলাম, ৫ম বর্ষ, ৬ষষ্ঠ সংখ্যা পৃঃ ১৪২-৪৩। মোহাম্মদ রুহুল আমিন- পীর কেবলার জীবনী, পৃঃ ৩২৯।

২। ছুন্নত অল জামায়াত ষষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ১৮৭।

পীর হযরত আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। তিনি বুঝিয়া ছিলেন যে এ আন্দোলনে মোছলমান জনসাধারণের কোনই উপকার হইবে না ববং হিন্দু সম্প্রদায় শুধু নিরীহ মুসলিম সমাজকে আরও কয়েক বৎসর দাবাইয়া রাখিবার ফন্দী করিতেছে। তিনি মুসলমান সমাজকে সিপাহী বিদ্রোহেরকথা স্মরণ করাইয়া বলেন যে, উক্ত বিদ্রোহে শুধু মুসলমানই দলে দলে নিহত হইয়াছিল এবং ভারতের অনুন্নত মুসলিম সমাজ আরও বহু বৎসর পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল। হিন্দু সমাজ এ অবসরে সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতে থাকে এবং মুসলমানকে পথের ভিখারী হইতে হয়। সেইরূপ এই অসহযোগ আন্দোলন ও মুসলমানের জাতীয় উন্নতির পক্ষে আরও মারাত্বক, তিনি এই আন্দোলনে যোগদান না করাতে তৎকালীন ভারতের নেতা মিঃ গান্ধী, পুরুষ সিংহ মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ আলীও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কলিকাতা ৩৪ নং চাঁদনী চক স্ট্রীটে (টিকিয়াটুলী মসজিদে) তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলেন যে, আন্দোলনে বিশেষ কোন সুবিধা হইবে না। বিশেষ করিয়া মুসলমান জনসাধারণকে ইহার বিষময় ফল ভোগ করিতে হইবে। ইহাতে গান্ধীজি ও দেশবন্ধু ক্ষুন্নমনে নিরাশ হইয়া চলিয়া গেলেন। তৎপর তিনি মাওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেবকে বলিলেন, বাবা, আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে প্রথমে আমরা মুসলমান তৎপর ভারতবাসী।

ওবায়দুল্লাহ রওশনাবাদী-রাজনীতিতে হজরত পীর ছাহেব কেবলা (রহঃ) নেদায়ে ইছলাম, মাসিক পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ১৭৮।

পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) এবং আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) মতে "জাতীয় স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা স্থাপন না করা পর্যন্ত স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদ্রাসা বয়কট অনুচিতহবে।"। মোহাম্মদ রুহুল আমিন- পীর সাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৫৬।

Scanned by CamScanner

প্রকাশ থাকে যে, শেরে বাংলা ফজলুল হকও কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যান। তিনি মিঃ গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করতে পারেননি। তিনি বিদ্যালয় বয়কট নীতিরও বিরোধী ছিলেন।[১]

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গলা ও আসামের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন।[২] এই প্রতিষ্ঠানের অফিস ছিল ৯নং হালদার লেন, কলকাতা। প্রথমদিকে এই সংগঠনের নাম ছিল, 'জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গলা'। পরবর্তীকালে নামের পরিবর্ত্তন করা হয়। এ প্রসঙ্গে শরিয়তে এসলাম পত্রিকায় পীর হজরত মোহম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) বলেন,[৩] যাহাতে বাঙ্গালা ও আসামে জমিয়তে ওলামার কার্য ভালভাবে সম্পাদিত হইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইতেছে। বাঙ্গালা ও আসামের বহু আলেমের মতানুসারে আসামকে জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালার সহিত একত্র করিয়া জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গলা ও আসাম নামকরণ করা হইয়াছে। জমিয়তকে শক্তিশালী ও ভালভাবে কার্যকরী করিবার জন্য আমি নিজে বৃদ্ধ বয়সে গত কয়েক মাসে বাঙ্গলা ও আসামের বিভিন্ন জেলায় বহু সভা করিয়া আসিয়াছি। প্রত্যেক স্থানেই জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসামের সহানুভূতি ও সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যেই কতিপয় জেলায় উহার শাখা কায়েম হইয়াছে।

	আহকারুন্নাছ
৯নং হালদার লেন	মোহাম্মদ আবুবকর ওয়াফেয়া আনহু
জমিয়তে ওলামা	প্রেসিডেন্ট জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও
অফিস, কলিকাতা	আসাম

কেউ কেউ মনে করেন, জমিয়ত-ই উলামায়ে বাংলা ও আসাম, সর্ব ভারতীয় সংগঠন 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দে'র প্রাদেশিক শাখা। কিন্তু আমরা দেখেছি, এই সংগঠনটি মোজাদ্দেদে যামান (রঃ) প্রতিষ্ঠিত সম্পূর্ণ একটি আলাদা সংগঠন। তবে তাঁরা জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্ক রাখতেন না তা নয়। যে জন্য 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের অনেক অধিবেশনে মোজাদ্দেদে যামান (রঃ) কে সভাপতির আসন অলংকৃত করতে দেখা গেছে।

১। অমলেন্দু দে- পাকিস্থান প্রস্তাব ও ফজলুল হক, পৃঃ ৯

২। সুন্নত অল জামায়াত ৩য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৬।

৩। শরিয়তে এছলাম ১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ১৩৯-৪০।

Scanned by CamScanner

এই সংগঠনটির সঙ্গে কংগ্রেস অথবা অন্যান্য কোন সংগঠনের যে কোন সম্পর্ক ছিল না একথা প্রথম পীরজাদা মোহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (রহঃ) 'নবযুগ' পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন।[১] তিনি বলেন "জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালার সহিত কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা অথবা গোমরাহ লীগের কোন সংস্রব নাই, এমন কি জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ যাহার কংগ্রেসের সহিত সংস্রব আছে তাহার সহিতও আমাদের জমিয়তের সম্বন্ধ নাই।

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) কখনও কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থন করেননি।[২] বরং কংগ্রেস এবং এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত মুসলমান নেতাদের সম্পর্কে তিনি বিরূপ মন্তব্যও করেছেন। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস যে সম্পূর্ণ হিন্দু প্রতিষ্ঠান,[৩] একথা আমরা বহুবার বলিয়া আসিয়াছি, অথচ এক শ্রেণীর মুসলমান হিন্দুর ফ্যান চাটিবার লোভ কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। গড়ের মাঠের ঈদ জামায়াতের এমাম মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (তিনি মোটেই আযাদ নহেন বরং হিন্দু কংগ্রেসের কেনা গোলাম) হিন্দু কংগ্রেসের জয়ঢোল পিঠে লইয়া ওয়ার্দ্ধা ক্যাম্প হইতে সারা ভারতময় পিটাইয়া ফিরিতেছেন, আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী[৪] বাংলা কংগ্রেসের বেদীর উপর বিরাট দাড়ী লইয়া জাঁকিয়া বসিয়াছেন। মুসলমান সমাজের চরম দুর্ভাগ্য না হইলে হিন্দু কংগ্রেসের হীন মনোবৃত্তি দেখিয়া শুনিয়াও এই ধরণের ধর্ম্মাদ্রোহীদের অস্তিত্ব বজায় থাকিত না।[৫] মাওলানা আযাদ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ দীর্ঘদিন ধরিয়া গড়ের মাঠের ঈদের জামায়াতে এমামত করিয়া আসিতেছেন।

১। ছুন্নত অল জামায়াত, ১১শ বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম (যুগ্ম) সংখ্যা পৃঃ ১২১

২। ঐ পৃঃ ১২২।

পীর কেবলার জীবনী, পৃঃ ৩২৯

৩। কংগ্রেস যে সম্পূর্ণ হিন্দু প্রতিষ্ঠান— তা ইতিহাস প্রমাণ দেয়। ডাঃ কেশর বলীরাম হেগড়েওয়ার কংগ্রেসের সদস্য থাকা কালে ১৯২৫ খ্রীঃ দশেরা বা বিজয় দশমীর দিন হিন্দুদের মধ্যে জঙ্গি জাতীয়তাবাদ ও সংগঠনের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। আখড়া, কুচকাওয়াজ, লাঠি খেলা ইত্যাদি বাহ্য শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং সেবকদের চরিত্র গঠন ও রাজনৈতিক শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা করা হয়।

এ কথা সবারই জানা যে কংগ্রেসের২৫ তম অধিবেশনে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসেরই একটি অংশ নিয়ে গঠিত হয় 'হিন্দু মহাসভা"। এই হিন্দু মহাসভার তত্ত্বাবধানে ও আদর্শে সৃষ্ট Congress Nationalist Party (CNP) কংগ্রেসের হিন্দু সভ্যদের অনেকেরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলত। ১৯৩৪ সালে নির্বাচনে অনেক কংগ্রেস সদস্য হিন্দু জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে একটা রফাও করেছিলেন। কংগ্রেস তখন অসহায় ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করেছিল মাত্র।

৪। আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। পরে 'জামায়াতে ইসলামী' সমর্থন করেন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রী হন।

৫। ছুন্নত অল -জামায়াত, ৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, পৃঃ ৪৮৬।

Scanned by CamScanner

মাওলানা আযাদ কংগ্রেসের সম্পূর্ণ কেনা গোলাম, কংগ্রেসী হিন্দুগণ ইহাকে শিখণ্ডী রূপে দাঁড় করাইয়া মুসলমান সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, তাহা ছাড়া শরা পোরস্তীর দিক দিয়া এমামতের যোগ্যতা তাঁহার মধ্যে আদৌ নাই।[১]

জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসামের কার্যক্রম ঃ [২]

১। জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসামের প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হবে কলকাতায়।

২। বাংলা আসামের প্রত্যেক বিভাগে বড় বড় কেন্দ্র খুলতে হবে এবং প্রতি কেন্দ্রে ওলামা কনফারেন্স করে প্রচার কার্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে হবে।

৩। শহর ও পল্লীর প্রত্যেক মসজিদের ইমাম, খতিব ও মোল্লা মুনশীদিগকে জমিয়তের অন্তর্ভূক্ত করে নিতে হবে।

৪। প্রত্যেক জিলাতেই জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা আসামের জেলা সংগঠন, থানা সংগঠন, ইউনিয়ন সংগঠন তৈরী করতে হবে।

৫। বাংলা ও আসামের ছোট ছোট ইসলাম সমিতি যেমন আঞ্জুমানে ওলামা, ইসলাম মিশন, হেফাজতে ইসলাম, তারাক্কীয়ে ইসলাম, সমাজ সংস্কার, জাতীয় সংগঠন, মৌলভী এসোসিয়েশন প্রভৃতিকে একতাবদ্ধ করে জমিয়তের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

৬। সাপ্তাহিক 'মোসলেম' এবং মাসিক সুন্নত অল জামায়াত পত্রিকা দুটি জমিয়তের মুখপাত্র হবে।

৭। জমিয়তের প্রত্যেক কেন্দ্রে ওল্ডস্কিম মাদ্রাছা স্থাপন করে দ্বীন-ইছলাম শিক্ষার এক অভূতপূর্ব জাগরণের সাড়া দিতে হবে।

৮। জমিয়তের আলেমবৃন্দকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে হবে।

ক) প্রথম শ্রেণীর উপর তবলীগে ইসলাম, ইসলাম মিশন বা বাহাছ মোনাজেরার ভার থাকবে।

খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর উপর হেফাজতে-ইসলাম ও শরিয়ত শালিসী বোর্ড গঠন করে শরিয়তের বিধি বিধান বজায় রাখার ভার থাকবে।

গ) তৃতীয় শ্রেণীর উপর দ্বীনী-এলমের ভার থাকবে।

১। ছুন্নত অল-জামায়াত, ৫ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা, পৃঃ ৫৩৮। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার গড়ের মাঠের ঈদের সমাবেশে ইমামত করার জন্য কংগ্রেসপন্থী মাওলানা আবুল কালাম আযাদের স্থলে মাওলানা আযাদ সুবহানী কেই মনোনীত করা হয় (ইসলামী বিশ্বকোষ পৃঃ ২৬)।

২। ছুন্নত অল-জামায়াত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৫৩-৫৪।

Scanned by CamScanner

৯। প্রত্যেক কেন্দ্রে ফৌজে আনছার, খোদাই-খিদমতগার স্বেচ্ছাসেবকরূপ বাহিনী গঠন করতে হবে এবং শরিয়ত অনুমোদিত কুস্তি-কসরত, লাঠিবাজী শিক্ষা দিতে হবে।

১০। আরবী বিশ্ববিদ্যালয়,[১] সমর শিক্ষা কলেজ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য হায়দারাবাদে নিজাম বাহাদুর, ভূপালের নবাব, রামপুরের নবাব, মহীশুরের দেওয়ান বাহাদুর ও অন্যান্য নবাব জমিদার, শেঠ সওদাগারগণের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আনতে হবে এবং মোছলেম জনসাধারণকে ব্যবসায় বাণিজ্য ও নানারূপ অর্থকরী শিল্পকলা শিক্ষা করতে উৎসাহ দিতে হবে।

খিলাফত আন্দোলন

তুরস্কের খলিফা মক্কা ও মদিনার পবিত্র স্থানগুলোর তত্বাবধানকারী ছিলেন। তাই বিশ্বের মুসলমান তুরস্কের খলিফাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের যোগদানের ফলে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। ইংরেজ কর্তৃক খলিফার অবমাননাকে সহ্য করতে না পেরে তারা আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন 'খিলাফত আন্দোলন' নামে পরিচিত(১৯২০-২২)। ফুরফুরার পীর হযরত আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) এবং আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও খিলাফত আন্দোলন মুসলমানদের ধর্মগত অপরিহার্য্য বিষয় হওয়ায় তাঁরা পূর্ণ সমর্থণের মত প্রকাশ করেন। খিলাফত আন্দোলনকে তাঁরা সমর্থন করেন।[২] খিলাফত আন্দোলনে তাঁরা ভারত ও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কাছে যে দাবিগুলি পেশ করেন ঃ[৩]

১। জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসামের মত আরও কয়েকটি সংগঠন যেমন 'আঞ্জুমানে ওলামা প্রভৃতি আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এবং প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়।

২। পীর কেবলার জীবনী , পৃঃ ৩২৮।

৩। ইসলাম দর্শন, ২য় বর্ষ, একাদশ সংখ্যা ১৩২৮ পৃঃ ৪৩৯।

১। মহারাজধানী কর্ণষ্টান্টিনোপলেই খেলাফতের গৌরবান্বিত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং ঐ মহানগরীকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও বৈদেশিক প্রভাব শূন্য করতে হবে।

২। ভূতপূর্ব তুরস্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সমগ্র তুর্ক জাতি অধ্যুষিত ভূভাগ মহামান্য সুলতানের খাস সাম্রাজ্য স্বরূপ পরিণত করতে হবে।

৩। তুর্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ভিন্ন জাতি অধ্যুষিত ভূভাগকে সংস্কৃত শাসনাধিকার প্রদান করা হবে।

৪। সমগ্র আরব জাতিকে মহামান্য খলিফার খেলাফতের অধীনে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করতে হবে।

৫। মক্কা, মদিনা প্রভৃতি পবিত্র তীর্থস্থান সমূহকে খলিফার প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন করতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ তুরস্কে আধুনিক ও পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত কামাল আতা-তুর্কের অভ্যুত্থান ঘটে। রক্ষণশীল খিলাফতের পরিবর্তে আধুনিক তুরস্ক গড়ে তোলার প্রস্তুতি গ্রহণ করলে খিলাফত আন্দোলনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

Scanned by CamScanner

চিত্তরঞ্জন দাশের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' সমর্থন

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মনটেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার অনুযায়ী কাউন্সিলে যোগদানের প্রশ্নে কংগ্রেসের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ সৃষ্টি হয়। গান্ধীজীর সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯২৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী কংগ্রেসের মধ্যে 'স্বরাজ্য পার্টি' নামে একটি পৃথক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এই স্বরাজ্য পার্টির নেতা হিসাবে ১৯২৫ খ্রীঃ চিত্তরঞ্জন দাশ 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চুক্তিতে উপনিত হন। মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে শক্তিশালী করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই চুক্তি অনুযায়ী, চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলমানদের নানা রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা তিনি ঘোষণা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই চুক্তির ঘোষণা সে সময়ে অবস্থিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। লালা লাজপতরায় এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি বেশ কিছু সংবাদপত্রে প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঞ্জাবকে এবং সেই সঙ্গে ভারতকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করার পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।[১] বলা বাহুল্য, ১৯২৫ খ্রীঃ চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর বেঙ্গল প্যাক্ট-এরও মৃত্যু ঘটে। বড় বড় মুসলিম নেতারা এ সময় কংগ্রেস ত্যাগ করতে থাকে।

মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) বেঙ্গল প্যাক্ট সমর্থন করেন।

মুসলিম লীগ সমর্থন

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে মুসলিম লীগ জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা ও আসামের নিকট শরিয়ত অনুযায়ী কাজ করার লিখিত প্রস্তাব দিলে, মুসলমানদের ধর্ম্ম ও সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় উন্নতির আশায় আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) তদীয় পীরসহ মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন।[২] একই সঙ্গে তিনি কৃষক প্রজা পার্টির কোন কোন প্রার্থীকেও সমর্থন করেন।[৩] ১৯৩৮ খ্রীঃ ৮ই ও ৯ই এপ্রিল কলকাতা মুসলিম ইনষ্টিটিউশনে নিখিলবঙ্গ মুসলিমলীগের প্রথম সাধারণ সভার অধিবেশনে

1. R. J. Moore- The Crisis of India Unity- 1917-1940, Oxford, 1974 P. P-17-18
২। হুজ্জত অল-জামায়াত, ১১ শ বর্ষ, ৪-৫ সংখ্যা,১৩৫১ বঃ পৃঃ ১১২-১৮২।
৩। ঐ পৃঃ ১১৭।

Scanned by CamScanner

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) সহ সভাপতির পদ লাভ করেন[১] এবং সংগঠনের কাজে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রমণ করেন।

প্রথম সাধারণ সভার অধিবেশনে যে সমস্ত ভদ্র মহোদয়গণ প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্মকর্তা নিযুক্ত হন, তাঁদের তালিকা 'ছুন্নত অল জামায়াত' পত্রিকা থেকে তুলে দেওয়া হল।

সভাপতি-মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক[২]।

সহ-সভাপতি- ১। মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন ২। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।[৩] ৩। মিঃ এম, এ, ইস্পাহানী। ৪। ঢাকার নবাব মাননীয় খাজা হাবিবুল্লাহ ৫। স্যার আদমজী হাজী দাউদ।

সম্পাদক- মাননীয় মিঃ এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী।[৪]

কোষাধ্যক্ষ- মিঃ এস, এইচ, ইস্পাহানী।

সহ-সম্পাদক-১। মওলবী আবদুল হাকিম

২। মিঃ এ, ছবুর ৩। মিঃ ফরমুজুল হক, ৪। মিঃ জহুর আহমদ চৌধুরী, এম, এল, এ, ৫। মিঃ আব্দুল বারী, এম, এল, এ।

১। ছুন্নত অল জামায়াত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ২৮১।

২। জন্ম ১৮৭৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৯৬২ খ্রীঃ জন্মস্থান বরিশাল জেলার সাতুরিয়া গ্রাম। পৈতৃক নিবাস চাখার গ্রাম। ১৯২৪ খ্রীঃ কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ (বর্তমানে মৌলানা আজাদ কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ খ্রীঃ প্রধান মন্ত্রী হন। সম্পাদনা- 'বালক' পত্রিকা, 'ভারত সুহৃদ' পত্রিকা।

৩। মাওলানা আকরম খাঁর সঙ্গে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) -এর মাজহাব সম্পর্কে মতভেদ ছিল। আকরম খাঁর মতের বিরুদ্ধে ও তাঁর রচিত বহু পুস্তকের প্রতিবাদে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) বহু পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য তাঁরা উভয়েই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন।

৪। হাসান শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জন্ম- ১৮৯৩ খ্রীঃ মৃত্যু ১৯৬৩ খ্রীঃ। পৈতৃক নিবাস মেদিনীপুর জেলা, জন্মস্থান কলকাতা। ১৯১৯ খ্রীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষায় এম, এ, পাশ করেন। অক্সফোর্ড থেকে অর্থনীতিতে এম, এ, করেন। ১৯৪৩ খ্রীঃ বেসামরিক সরবরাহ তথা খাদ্য মন্ত্রী হন। ১৯৪৭ খ্রীঃ বাংলার প্রধান মন্ত্রী হন। ১৯৫৫ খ্রীঃ পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হন।

Scanned by CamScanner

অন্যান্যদের সঙ্গে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) মুসলিমলীগকে সমর্থন করায় মিঃ জিন্নার শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে ছুন্নত অল-জামায়াত পত্রিকায় মোহাম্মদ আতাউর রহমানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।[১] "মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে মোসলেম ভারত আজ একতার সাম্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। মোসলেম বঙ্গের কৃতি সন্তান শেরে বাংলা মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক, আসামের বীর শার্দুল স্যার মোহাম্মদ ছাদুল্লাহ, লীগের উদীয়মান কর্মী আব্দুল মতিন চৌধুরী, বিহারের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ মোহাম্মদ ইউনুস, ফেলিস্তিন সম্মেলনের প্রতিনিধিদ্বয় মিঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকী ও মিঃ খালেকুজ্জামান চৌধুরী, লীগের সেক্রেটারী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী, লীগের পরম হিতৈষী বন্ধু মাহবুদাবাদের রাজা, পাঞ্জাব কেশরী স্যার সেকেন্দার হায়াত খাঁ, সীমান্তের পুরুষ সিংহ আওরঙ্গজেব খাঁ ও মোসলেমবঙ্গের পথ প্রদর্শক মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের সহযোগিতায় মিঃ জিন্নার শক্তি আজ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।"

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) ছুন্নত অল জামায়াত পত্রিকায় বাংলার মুসলমানদের প্রতি বিশেষ বাণীর ব্যবস্থা করেন।

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)-এর আবেদন [২]

"লীগের রজ্জুকে মজবুত করিয়া ধর।

বাংলার মুছলমানের এখন বাঁচিবার একমাত্র উপায় মুছলিমলীগ। তাহাদিগকে এই লীগের রজ্জু মজবুত করিয়া ধরিতে হইবে। প্রকৃত ঈমানদার মুছলমানের কাছে শয়তানী সংখ্যা গরিষ্ঠের কোনই মুল্য নাই। পবিত্র কোরআনই আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছে, "তোমরা (খাঁটি মুছলমান) একশত হইলে(বেঈমান)এক হাজারের উপর জয়লাভ করিবে।"

১। মোঃ আতাউর রহমান- 'মিঃ জিন্না' প্রবন্ধ ছুন্নত অল জামায়াত ৭ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৬৩।
২। ছুন্নত আল জামায়াত ৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৮।

Scanned by CamScanner

"সুতরাং বাংলার মুসলমানের এখন শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সর্বপ্রকার দলাদলি, বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া লীগের পতাকাতলে সমবেত হইয়া লীগকে আরও শক্তিশালী করা। নিজের হীন স্বার্থের গোলাম সাজিয়া এক শ্রেণীর লোক হিন্দুর নিকট আত্ম বিক্রয় করিলেও সত্যিকারের লীগের ইনশাআল্লাহ কোনই ক্ষতি হইবে না। তাহাদিগকেই একদিন না একদিন কাওম ফারোশীর পুরস্কার মীরজাফর মীরণের ন্যায় মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। কারণ খোদার অভিশাপ কেহ এড়াইতে পারে না।

এখন উপসংহারে মুছলিম বঙ্গের নিকট আমাদের এই আবেদন - আপনারা সকল বিভেদ ভুলিয়া লীগের পতাকা সগৌরবে ধারণ করুন। লীগকে শক্তিশালী এবং অপরাজেয় কেল্লায় পরিণত করিয়া তুলুন,দেখিবেন, শত্রুর কামান গোলা জাতিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্র সবই ব্যর্থ হইবে।"

এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড[১] বিভিন্ন কেন্দ্রে যে সমস্ত প্রার্থী দেয় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ঢাকার নবাব বাহাদুর খাজা হাবিবুল্লাহ,[২] মিঃ এম, এ, এইচ, ইস্পাহানী, স্যার খাজা নাজিমুদ্দিন,[৩] খানবাহাদুর আবদুর রহমান, মাওলানা আহমদ আলী এনায়েত পুরী [৪] বর্দ্ধমানের আবুল হাসেম[৫]

১। মুসলিম লীগ, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, কৃষক প্রজাপার্টি, আহরার পার্টি, জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসাম, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট পার্টি প্রভৃতি একত্রিত হয়ে 'মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ড' গঠিত হয়।

২। শ্যামা- হক মন্ত্রী সভার কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী হন।

৩। জন্ম ১৮৯৪ খ্রীঃ মৃত্যু ১৯৬৪ খ্রীঃ জন্মস্থান ঢাকা। ১৯৩৬ খ্রীঃ অবিভক্ত বাংলার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হন। ১৯৪৩ খ্রীঃ মুসলিম লীগ মন্ত্রী পরিষদের মুখ্যমন্ত্রী হন। ১৯৪৭ খ্রীঃ পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী, ১৯৪৮ খৃঃ পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল, ১৯৫১ খৃঃ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন।

৪ । জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার এনায়েতপুর গ্রাম। প্রকাশিত গ্রন্থ- তা'লীমে এসলাম ও নামাজ শিক্ষা (১৯২৪), একামাতৃছ ছুন্নাত বা বেদায়াত খণ্ডন (১৯২৫) দিদারে আহমদ ও তরিকায়ে নকশবন্দিয়া (১৯২৮), দাফেয়ে জোলমাত বা দিন দুনিয়ার শান্তি (১৯২৮), গূঢ় রহস্য (১৯২৯) প্রভৃতি.

৫। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিমলীগের সম্পাদক ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ-, In Retro-spection আমার জীবন ও বিভাগ পূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি।

Scanned by CamScanner

ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ[১] প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ,[২] মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী,[৩] মিঃ হাসান শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী[৪] প্রমুখ।

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) ছিলেন সত্যিকারের একজন গণতন্ত্রকামী। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের পর নব শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হলে[৫] আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) বলেন,[৬] "আমলাতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার নীতির পরিবর্তে গণতন্ত্রের যুগ আসিয়াছে। তাছাড়া সাম্প্রদায়িক রোয়দাদের কল্যাণে গত নির্বাচনে আইন সভায় মুসলমানেরা সর্বাপেক্ষা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। জমিদার শ্রেণীর লোক আইন সভায় প্রবেশ লাভ করিলে নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়া প্রজার কল্যাণ সাধন কখনই করিতে পারিবে না, এইরূপ দৃষ্টান্ত দেশবাসী বহুবার পাইয়াছে। সুতরাং এবার যাহাদিগকে ভোট দিয়া তাহারা নিজেদের প্রতিনিধি রূপে আইন সভায় পাঠাইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ জমিদার নহেন। ইহারা দেশের

১।(১৮৮৫-১৯৬৯) জন্মস্থান বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার পিয়ারা গ্রাম। ভাষাবিদ। মোজাদ্দেদে যামান পীর কেবলা (রহঃ)-এর অন্যতম খলিফা ছিলেন তিনি। প্রকাশিত গ্রন্থ ২৬ খানি। তন্মধ্যে দীওয়ান-ই-হাফিজ (১৯৩৮), বাই আত নামা (১৯৪১), অমিয় বাণী শতক-হাদিস (১৯৪১) শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই শিকওঅহ (১৯৪২) রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম (১৯৪২), মহাবাণী-কোরআন (১৯৪৬) প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী (১৯৫২), শেষ নবীর সন্ধানে (১৯৬১), ইসলাম প্রসঙ্গ (১৯৬৩) অমর কাব্য-কাসীদাতুল বুর্দা ও বানত-সুআদ এর বঙ্গানুবাদ (১৯৬৩) প্রভৃতি অন্যতম।

২।(১৮৯৪-১৯৭৮) জন্মস্থান টাঙ্গাইল জেলার শাহবাজ নগরে বিরামদী গ্রাম। প্রকাশিত গ্রন্থ ৭৬। তন্মধ্যে ইসালামের ঔদার্য (১৯৪৮) ইসলামের মর্মকথা (১৯৬৩) আরব জাতির ইতিকথা (মূল, ফিলিপ কে, হিট্টি (১৯৫৯), মুসলিম জাহানে সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, ইছলাম সোপান প্রভৃতি অন্যতম।

৩।(১৮৭৫-১৯৫০) জন্মস্থান আড়ালিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে কোরান ও রাজনীতি, কোরাণ ও স্বাধীনতার বাণী, ইসলামের উপদেশ, ইসলামের পুণ্যকথা, ভারতে ইসলাম প্রচার (১৯১৫), ভারতে মুসলমান সভ্যতা (১৯১৪) প্রভৃতি অন্যতম।

৪। ১৯১৯ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে আরবী ভাষায় এম, এ, পাশ করেন। ১৯৪৭ খৃঃ বাংলার প্রধানমন্ত্রী হন।

৫। ১৯৩৭ খৃঃ ১লা এপ্রিল থেকে নব শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। এ, কে, ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

৬। ছুন্নত অল জামায়াত, ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ১৩৪৫ বঃ পৃঃ ২২৯-৩০

Scanned by CamScanner

ও প্রজার জন্য চেষ্টা করিবেন, তাহা অতি স্বাভাবিক, অবশ্য কতিপয় সমাজদ্রোহী মীরজাফরের দ্বিতীয় সংস্করণের কথা স্বতন্ত্র।"

উলেমা সম্মেলন

বাংলার মুসলিম সমাজে আলিমগণের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি কার্যক্রমের মধ্যে উলেমা সম্মেলন অন্যতম। বাংলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে উলেমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত। অধিকাংশ আলিম এ সকল সম্মেলনে উপস্থিত থাকতেন। উলেমা সম্মেলনে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) আলিম সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কিত বক্তৃতা প্রদান করতঃ আলিমদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু আলিম কংগ্রেসকে সমর্থন করায় হিন্দু রাজনীতিবিদগণ মুসলিম জাতিসত্ত্বাকে ধ্বংস করার হীন চক্রান্তে মেতে ওঠে। ১৯৪০ খ্রীঃ কংগ্রেস একটি উলেমা সম্মেলনের আয়োজন করে। হিন্দু প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের প্রচণ্ড বিরোধী, আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) সম্পাদিত "ছুন্নত অল জামায়াত" পত্রিকায় কংগ্রেসের এই উলেমা কন্‌ফারেন্স সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়।[১]

কংগ্রেসী উলেমা কন্‌ফারেন্স—

হিন্দু পত্রিকা সমূহে নানাভাবে ঢাকঢোল পিটাইয়া কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া গত ৩রা, ৪ঠা ও ৫ই জুন কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে তথাকথিত প্রাদেশিক "উলেমা কনফারেন্স" অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, দাড়ী ও পাগড়ীওয়ালা শিখ ও হিন্দু ব্যতীত বাংলার যে সব উলেমা ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম আশা করি এখানে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যথা- ১। মৌলানা মনিরুজ্জামান চাটগামী, ২। মৌলানা ওবায়দুর রহমান, ৩। মৌলানা রেয়াজুদ্দিন সৈয়দপুর, উঃ বঙ্গ ৪। মৌলানা আছাদুল্লাহ আফেন্দী-

১। ছুন্নত অল জামায়াত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, পৃঃ ২৯০-৯২।

Scanned by CamScanner

রংপুর ৫। মৌলানা দুদুমিয়া ফরিদপুর, ৬। মৌলানা ছৈয়েদ জালালুদ্দিন হাশেমী এম, এল, এ ৭। মৌলানা গিয়াসুদ্দিন এম, এল, এ, ময়মনসিং, ৮। মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ -বিখ্যাত বোকায়নগরী এম, এল, এ ৯। মৌলানা নওশের আলী (ভূতপূর্ব মন্ত্রী) ১০। মৌলানা (কমরেড) নুরুল হুদা, ১১। মৌলানা আশরাফ উদ্দীন আহমদ-সেক্রেটারী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী, ১২। মৌলানা (সম্ভবতঃ কমরেডও) আবুল হায়াৎ ছাহেব বর্দ্ধওয়ানী, ১৩। মৌলানা (কমরেড) কুৎবুদ্দিন, ১৪। মৌলানা এ, এফ, নুরন্নবী ঢাকভী (পুলিশ কোর্টের উকীল ও কংগ্রেসী প্রোপ্যাগণ্ডিষ্ট) ১৫। মৌলানা আবদুল্লাহেল বাকী দিনাজপুর। পাঠক, ইহাদের নামের তালিকা পাঠ করিয়া অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, কি ধরণের এবং কোন শ্রেণীর উলেমা এই সম্মিলনীতে যোগ দিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় মোছলেম জনমতের একমাত্র প্রতিনিধি "জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা" অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, ফুরফুরার হজরত পীর সাহেব কেবলার ইন্তেকালের পর তাঁর বড় সাহেবজাদা এবং বর্তমান গদ্দীনশিন পীর মাওলানা শাহ সুফী হাজী মোঃ আবদুল হাই সিদ্দিকী সাহেব ইহার প্রেসিডেন্ট এবং অন্যতম পীরজাদা মাওলানা মোঃ আবদুল কাদের সিদ্দিকী সাহেব ইহার সেক্রেটারী পদে বহাল রহিয়াছেন। অথচ "উলেমা কনফারেন্স" সম্পর্কে তাঁহারা আদৌ জ্ঞাত ছিলেন না। হিন্দু কংগ্রেসের নামটাকা সিপাহী মৌঃ ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে আনয়ন করিয়া তথা কথিত উলেমা সম্মিলনীর আসনে বসান হয়। এতদ্ব্যতীত পশ্চিম হইতে মাওঃ হোসেন আহমদ মাদানী প্রভৃতি কতিপয় কংগ্রেসী মৌলানাকে ও এই সম্মিলনীতে আমদানী করা হইয়াছিল। তাছাড়া আর যাহারা ইহাতে যোগদান

Scanned by CamScanner

করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকের পেটে ডজন খানেক ডুবুরী নামাইয়া দিলেও তাহাদের পেট হইতে এক অক্ষর আরবী বর্ণ বাহির হইবে না, আশ্চর্যের বিষয় এই শ্রেণীর লোকের নামের পূর্বে হিন্দু পত্রিকা সমূহ মৌলানা শব্দ অবলিলাক্রমে জুড়িয়া দিয়াছেন। এক সময়ে কংগ্রেসে যোগদিলে এবং দুইবার সরকারী অতিথিশালা হইতে ঘুরিয়া আসিলে "সদন মদন" ক্লাসের মুসলমানকে যে হিন্দু সহযোগীগণ রাতারাতি "মাওলানা" বানাইয়া দিয়াছেন, তাহাদের এই কার্যে আজ নতুন করিয়া আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই।

এই তথাকথিত "উলেমা সম্মিলনী" আহ্বানের উদ্যোগ আয়োজন যাহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশই কংগ্রেসী, এবং কংগ্রেসী ধনভাণ্ডার হইতে ইহার ব্যয় নির্বাহ হইয়াছে, এই জন্য হিন্দু সংবাদ পত্রগুলি শতমুখ হইয়া ইহার বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। কংগ্রেসী কর্তারা হয়তো ভাবিয়াছিলেন, পীর ওলামাদের কথায় বাংলার মুসলমান সমাজ যখন গদ গদ, তখন পশ্চিম হইতে কতিপয় ভাড়াটিয়া কংগ্রেসী মাওলানাকে আনাইয়া কংগ্রেসী বুলি শুনাইলে বাংলার মুসলমান আপ্যায়িত হইবে এবং কাচা হাতে করিয়া মন্ত্র লইবার জন্য "মাদানী আজাদ এণ্ড সিন্ধী চাটগামী কোম্পানী"র দিকে ছুটিবে, কিন্তু দুরাশা পূর্ণ হইবার নহে। বাংলার সরল বিশ্বাসী মুসলমানদিগের বিভ্রান্ত করিবার দিন বহু পূর্বে ফুরাইয়াছে, লীগের নির্দেশ ফুরফুরার পীরজাদাগণের আদেশ উপদেশ এবং বাংলার মোসলেম সমাজের কর্ণধার মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেবের ইঙ্গিত ব্যতীত তাহারা এক পাও নড়িবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে কংগ্রেসের যতই ষড়যন্ত্র থাকুক, সহায়তা সহযোগিতা থাকুক, সিন্ধী-মাদানীর উপদেশকে তাহারা ঘৃণাভরে উড়াইয়া দিবে, ফলে হইয়াছে ও তাহাই। বাংলার কোন সাচ্চা দেল আলেম এবং সাধারণ মোসলমান এই সম্মেলনে যোগ দেয় নাই। বরং নানা হট্টগোলের মধ্যদিয়া সম্মিলনী সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছে।

Scanned by CamScanner

আপন জ্ঞানের ত্রুটিও ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করতেন না

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) কারও ত্রুটি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতেন না। সে নিজের লোক হোক আর অন্য সংগঠণের লোকই হোক না কেন।

তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন। ১৯৪১ খ্রীঃ এ, কে ফজলুল হক কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, কৃষক প্রজাপার্টি এবং তফসিলি হিন্দুদের নিয়ে মন্ত্রীসভা[১] গঠন করলে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) সমালোচনা করে বলেন[২], "শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী হিন্দু মহাসভার বড় একজন ছেপাহ-ছালার। মুসলমানদের বিরুদ্ধে গরল উদ্গীরণ করিয়া ইনি হিন্দু ভারতে সুপরিচিতি হইয়াছেন। কিছুদিন পূর্বেও শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক সভায় তদানিন্তন মন্ত্রীসভা বিশেষ করিয়া হক সাহেব এবং মুছলিম লীগের যেভাবে মুণ্ডুপাত করিয়াছিলেন তাহার ঝংকার এখনও আমাদের কানে বাজিতেছে। পূর্বে আর একদিন তিনি বলিয়াছিলেন মুছলমান গাড়োয়ান এবং খানসামার জাতি, কিন্তু কি সাহসে তাহারা উন্নত হিন্দুদের সমান রাজনৈতিক অধিকার এবং পদমর্যাদার দাবী করে বুঝি না। বেশী দিনের কথা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন শ্রী পদ্ম, বন্দেমাতরম এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিল লইয়া বাংলার মুছলমান এবং পুরাতন মন্ত্রীসভার সহিত তিনি যেভাবে থাবা মারামারি করিয়াছেন তাহা দেশবাসী এত শীঘ্রই ভুলিয়া যান নাই। তিনি হক সাহেব এবং বাংলার মুছলমানকে কতভাবে কতবার যে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহা হউক এই হেন প্রকৃতির শ্যামাবাবু আজ হক সাহেবের পরমবন্ধু এবং তাহারই সহিত মিতালী করিয়া তিনি নব মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করিয়াছেন। সুতরাং এই মন্ত্রীসভার কল্যাণে বাংলার মুছলমানকে হয়ত আবার দ্বিতীয় পলাশীর সম্মুখীন হইতে হইবে। ফজলুল হক- মুছলমানদের অতি আদরের ফজলুল হক, এইভাবে ভরা তরণী এমন নির্দ্দয়ভাবে গঙ্গা-যমুনার অতল গর্ভে ডুবাইয়া দিবেন তাহা কেহ কোনদিনই স্বপ্নেও ভাবে নাই।"

১। ১৯৪১ খ্রীঃ দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রী সভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভা 'শ্যামা-হক মন্ত্রী সভা' নামে বহুল প্রচলিত।

২। ছুন্নত অল জামায়াত- ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১-২।

Scanned by CamScanner

কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)

কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনকে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) সমর্থন করেননি। এই আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন, "পৌনে দুই শত বৎসরের কায়েমী রাজ্য ছাড়িয়া ইংরাজ কংগ্রেসের কথায় সহজেই যে তল্পীতল্পা গুটাইয়া শ্বেত দ্বীপে পাড়ি দিবে তাহা অতি বড় আহম্মক ও মনে করিতে পারে না। তাছাড়া কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের স্বরূপ, পরিণতি এবং বাহাদুরী সম্পর্কে বৃটিশ সরকার ১৯২১ সাল হইতে পরিচিত। পরাধীনদেশের নিরস্ত্র আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাহারা বেশ ভাল ভাবেই অবগত আছেন।[১]

ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া ভারতের একচ্ছত্র হিন্দু রাজত্ব কায়েম করিবার জন্য মিঃ গান্ধী এ পর্যন্ত যথেষ্ট মস্তিষ্কের কসরত দেখাইয়াছেন, কিন্তু একটিতেও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই।[২]

ইসলাম থেকে রাজনীতি পৃথক নয়। তাই মুসলিম নেতাদের উদ্দেশ্যে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) বলেন।[৩] 'পশ্চিমবঙ্গের একটা কথায় বলে, লেখা নাই পড়া নাই সাদের আলী বাবু, জর নাই জারি নাই আছিরদ্দি কাবু। কথাটা আজকাল মুসলমান সমাজের উপর জোরসে দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। আমরা মুসলমান, সংখ্যায় অধিক, রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে আমাদের সংখ্যাধিক্য আসন। চাকুরীর ক্ষেত্রে আমরা চাই ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি অর্থাৎ শতকরা আধাআধি। প্রধানমন্ত্রী লইয়া পাঁচজন মন্ত্রী আমাদের জাত ভাই-ডাল ভাতের কর্ত্তা, আর কি চাই? কিন্তু যতই আমরা সংখ্যাধিক্যের বড়াই করিনা কেন, গালভরা ইসলামের দোহাই দিয়া বক্তৃতা মঞ্চ ফাটাই না কেন, আমাদের আকীদা, লেবাস পোষাক চালচলন দেখিয়া কাহার সাধ্য আমাদিগকে চিনিতে পারিবে আমরা মুসলমান। শুধু কত মণ গো-মাংস পেটে গিয়াছে, ইহা দিয়া মুসলমানিত্বের খতিয়ান

১। ছুন্নত অল-জামায়াত, ৯ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ২৩৩।
২। ঐ
৩। ছুন্নত অল -জামায়াত, ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ২৭১-৭২

Scanned by CamScanner

হইবে না। মুসলমান সমাজকে লক্ষ্য করিয়া খয়রাতি উপদেশ বিতরণ করিবার মত নেতা, উপনেতা, তস্যনেতা বক্তার অভাব নাই। কিন্তু তাহাদের বাস্তব চরিত্রের কালো পর্দা সরাইয়া দিলে দেখা যাইবে- ইহারা ইসলাম হইতে দুরে সহস্র যোজন দুরে। এই ত গেল আমাদের লীডারাণে কাউমের পরিচয় পল্লীর সাধারণ মুসলমান সমাজের কথাও এখানে বিবেচ্য। পল্লীর গ্রামে একটি মসজিদ আছে, সেখানকার মুছুল্লি বুড়ো পীর সাহেব আর গরিবুল্লাহ শেখের নানা। গ্রামের অন্যান্য লোক যেন খোদার খাশী। নামাজ রোজা তাহাদের মাফ। মুষ্টিমেয় মুসলমান দেশের পর দেশ জয় করিয়াছিল- যখন বুকে তাহাদের ছিল ঈমানের জোশ্। আর কোরআন মজিদ এবং রছুলের হাদিছ ছিল তাহাদের অবলম্বন-ইসলামের প্রতি কোরআন-আহকামকে তাহারা মানিয়া চলিতেন পূর্ণভাবে। মুসলমান না হইয়া যেন তোমরা মরিওনা। আল্লাহর এই সতর্কবাণী তাহাদের প্রাণে ইসলামের প্রতি এক তীব্র অনুভূতি জাগাইয়া তুলিত। যুগ ধর্মের আঘাতে সে সবের একটা শিথিল মনোভাব জাতির অন্তরে স্থান পাইয়াছে বলিয়া আজ তাহারা অধঃপতিত। কথায় বলে শিরে করিলে সর্পাঘাত কোথায় বাঁধিব তাগা। আমাদের সমাজের নেতৃগণের মধ্যে যখন ব্যাধির শেষ নাই, তখন সমাজের উন্নতি সুদূর পরাহত। তাঁহারা যদি খাঁটি মুসলমান হইতেন তাহা হইলে মুসলমান সমাজের চেহারা দুই দিনে বদলাইয়া যাইত।”

মুসলিম লীগ ত্যাগ

১৯৩৭ খ্রীঃ সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে মুসলিম লীগ শরিয়ত অনুযায়ী কার্য্যকরার লিখিত শর্ত নামা দেয়। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভের

Scanned by CamScanner

পর তারা সে শর্ত ভঙ্গ করে ইসলামের খেলাফ কাজ করতে থাকে।[১] ফলে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে ২২শে ফাল্গুন (১৯৩৮ খ্রীঃ) হুগলী জেল্যার ফুরফুরার পীর হজরত মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) উপস্থিতিতে বরিশালের মাওলানা নেসার আহমদ সাহেবের [২] সভাপতিত্বে জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসামের একাদশ বার্ষিক অধিবেশনে লীগের ভুল ত্রুটি আলোচনা করে প্রথম পীরজাদা মোহাম্মদ আবদুল হাই সিদ্দিকী (রহঃ) একটি প্রস্তাব রাখেন। উক্ত প্রস্তাব আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) সমর্থন করার পর সভায় পাশ হয়।[৩] উক্ত প্রস্তাবে মুসলিম লীগের কাউন্সিলে ও ওয়ার্কিং কমিটিতে জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসামের মনোনীত ও নির্বাচিত অর্দ্ধ সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করবার সুপারিশ করা হয়। অন্যথায় মুসলিম লীগের অথবা উহার নীতি ও কার্য্যপদ্ধতির সঙ্গে জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসামের কোন সম্পর্ক থাকবে না বলে ঘোষণা করা হয়।[৪] এই প্রস্তাবে মুসলিম লীগ কোন রকম ভ্রুক্ষেপ না করলে ১৯৪২ খ্রীঃ সিরাজগঞ্জের বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনের [৫]পর ২২/২৩শে ফাল্গুন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ (১৯৪২ খ্রীঃ) ফুরফুরায় জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসামের জরুরী অধিবেশনে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) মুসলিম লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করেন।[৬] অবশেষে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে (১৯৪৩ খ্রীঃ)২২শে ফাল্গুন সোমবার ফুরফুরার ইসালে সওয়াবের মজলিসে সমবেত প্রায় আশী হাজার মুসলমান ও বহু শত আলেম

১। প্রাগুক্ত- ১১শ বর্ষ, ৪র্থ -৫ম (যুগ্ম) সংখ্যা, পৃ- ১১৭

২।(১৮৭২-১৯৫২) জন্ম স্থান—শর্ষিণা, স্বরূপকাটী থানা, বরিশাল জেলা, বাংলাদেশ। প্রকাশিত গ্রন্থ—নছব নামা ছিদ্দিকীয়া কোরেশীয়া সেজ্জরা নামা তৈয়েবা (১৯২৪). রদ্দে বদগুমাণ বা অপবাদ খণ্ডন (১৯২৫)।

৩। ছুন্নত অল জামায়াত-১১শ বর্ষ, ৪র্থ-৫ম (যুগ্ম) সংখ্যা, পৃ- ১১৮,১৭৯

৪। প্রাগুক্ত- পৃঃ ১১৮, ১৭৯-১৮০

৫। বর্তমান বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে ১৯৪২ খ্রীঃ ১৩, ১৪, ১৫ই ফেব্রুয়ারী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

৬। ছুন্নত অল জামায়াত-প্রাগুক্ত সংখ্যা পৃঃ ১১৮।

Scanned by CamScanner

ওলামার উপস্থিতিতে জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসামের এক বিশেষ অধিবেশনে লীগ ও উহার নেতৃবৃন্দের শরিয়ত বিরোধী কার্য সমূহের প্রতিবাদ করা হয়। উক্ত সভায় বঙ্গ আসামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম মাওলানা হাজী মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব প্রস্তাব উত্থাপন এবং বরিশালের বিখ্যাত আলেম মাওলানা হাজী নেসার আহমদ সাহেব উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করে মুসলমানদের লীগের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্য কঠোর নির্দেশ প্রদান করেন। উক্ত প্রস্তাব আল্লাহু আকবর ধ্বনির সঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[১]

মুসলিম লীগ ত্যাগের কতকগুলি কারণ[২]

(ক) ১৯০৬ খ্রীঃ ঢাকার মরহুম নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বাহাদুরের নেতৃত্বে মওলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের সহযোগিতায় ইসলামের তমদ্দুন, তহজিব ও সিয়াসী লক্ষ্য লইয়া মোসলেম লীগের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু মহামান্য নবাব বাহাদুরের তিরোধানের পর যুগধর্মের নামে মুসলিম লীগ এগুলি চূর্ণ করিয়াছে। (খ) কলিকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক সভায় মিঃ জিন্নার বেপর্দা স্ত্রীসহ উপস্থিতি।

১। ছুন্নত অল-জামায়ত, ঐ ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ১৮০-৮১।
২। ঐ ১১শ বর্ষ, ৪র্থ- ৫ম সংখ্যা, পৃঃ ১৩০, ১৩শ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, পৃঃ ৮৫-৯১।

Scanned by CamScanner

(গ) মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদের শরিয়ত বিলকে পাশ হতে দেয়নি।

(ঘ) খোলা বিলকে বিরোধী আকারে পাশ করতে মুসলিম লীগের সহায়তা করা। ইসলাম ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী ফস্‌খে নেকাহ বা বিবাহ ভঙ্গের জন্য মুসলিম হাকিমের প্রয়োজনীয় তা অস্বীকার করা।

(ঙ) পাঁচশত ওলামার ফতওয়ার বিরুদ্ধাচারণ করতঃ আর্মি বিল পাশে মুসলিম লীগের সহায়তা করা।

(চ) কাজি বিলের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের দৃঢ় সংকল্পতা।

(ছ) কোরআনের নির্দেশের বিপরীত মুসলমান ও অমুসলমানের বিবাহ বন্ধনে নিখিল ম্যারেজ নামক ধর্মনাশক য়্যাক্টে মুসলিম লীগের সমর্থন।

(জ) মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে কঠিন শর্তাবলী প্রণয়ণে গভর্ণমেন্টের সঙ্গে মুসলিম লীগের সহযোগিতা।

(ঝ) ১৯১৬ খ্রীঃ লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট দ্বারা মুসলিম লীগ বাংলা ও পাঞ্জাবের আইন সভায় মুসলমানদের সংখ্যালঘু করেছে।

(ঞ) মুসলিম লীগ ১৯৩১ খ্রীঃ গোল টেবিল বৈঠকে ইউরোপিয়ান এসোসিয়েশন ও দেশীয় খ্রীষ্টানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং বাংলা পাঞ্জাবের আইন সভায় সংখ্যালঘুতা ও অন্যান্য বহু ক্ষতিকর ব্যাপারে দস্তখত করেছে।

(ট) ১৯৩৫ খ্রীঃ শহিদ আবদুল কাইউমকে ফাঁসি দেওয়ার পর রাতের অন্ধকারে জানাজা নামাজ ব্যতীত দাফন করা হয়। মুসলমানেরা কবর খুঁড়ে লাশ বের করে জানাজা নামাজ আদায় করতে প্রবৃত্ত হলে পুলিশ তাঁদের উপর গুলি চালায়। দোষী পুলিশের শাস্তি মকুবের জন্য এবং নির্দোষী সাব্যস্ত করে মুসলিম লীগের নেতা ইয়াসিন খান গভর্ণভেন্টের পক্ষপাতিত্ব করেন।[১]

১। জানাজায় নামাজীদের উপর গুলি বর্ষনের ফলে ৪৮ জন নিহত ও শতাধিক আহত হন। সরকার প্রীতির জন্য ইয়াসিন খানকে স্যার উপাধি দেন। দ্রঃ কাউন্সিল অফ ইষ্টেটরি ১৯৩৬, ১০ই এপ্রিল।

Scanned by CamScanner

(ঠ) ১৯৩৩ খ্রীঃ বাংলা প্রদেশে শতকরা ৫৩/৫৪,পাঞ্জাবে ৫৫/৫৬ জন হওয়া সত্ত্বেও আইন সভায় মুসলমানের সিট বাঙ্গালায় ৪৭, পাঞ্জাবে ৪৯ এবং ইউরোপীয়ান খ্রীষ্টান তাদের সংখ্যা অপেক্ষা ২৫ গুণ বেশী অর্থ্যাৎ ৩১ সিট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মুসলিম প্রদেশে স্বতন্ত্রভাবে আইন সভায় মুসলমানদের মেজরিটি স্থাপনে মুসলিম লীগের বাধা প্রদান।

(ড) আলেমদের বিরুদ্ধে ১৯৩৮ খ্রীঃ ১৭ই এপ্রিল কলিকাতায় মিঃ জিন্নাহ বলেন, "এক শ্রেণীর লোক যাহারা মাওলানা-মওলবী নামে পরিচিত, তাহাঁদের বিশ্রী প্রভাব ও ত্রাস দূর করিতে আমরা বহু পরিমাণে সক্ষম হইয়াছি। আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে আমাদের সহিত সংগ্রামে বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং যে সকল স্থান আমি পরিদর্শন করিয়াছি, তথায় তাহারা বিপুল আগ্রহ লইয়া বহু প্রতিষ্ঠান এবং জনতায় যোগ দিয়াছে।[১]

(ঢ) মুসলিম লীগ বাঙ্গালাদেশে ১৯৪৩ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। ঐ দুর্ভিক্ষে ৩৫ লক্ষেরও অধিক লোক ভাত-ভাত করে মারা যায়। মৃত দেহ বেশীরভাগই মুসলমান কিন্তু তারা বাঙ্গালা দেশকে দুর্ভিক্ষ অঞ্চল ঘোষণা করেনি।

(ণ) মুসলিম লীগের স্বজন পোষণ নীতি।

(ত) ১৯৩৭ খ্রীঃ গর্ভর্ণমেন্ট সীমান্তের মুসলমানদের উপর সাত হাজার বোমা নিক্ষেপ করে। মিঃ সত্যমুর্ত্তি প্রতিবাদ করে মুলতবী প্রস্তাব পেশ করেন কিন্তু পরিষদে লীগ মেম্বররা উচ্চ বাচ্চ করেননি।

(থ) সারদা বিলের ন্যায় ধর্মবিরোধী আইনকে মুসলিমলীগের সমর্থন।

১। ছুন্নত অল জামায়াত- ১১শ বর্ষ, ৪র্থ ৫ম সংখ্যা পৃঃ ১০৫, ১৩০।

Scanned by CamScanner

(দ) লবঙ্গ বিলে মুসলিম লীগ সরকারকে সহযোগিতা করে জাঞ্জিবারের ভারতীয় ব্যবসায়ী ও গরীব চাষীদের অবর্ণনীয় ক্ষতি এবং ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অধিক লাভবান হতে সাহায্য করে।

(ধ) লীগ নেতা আবদুর রহমান সিদ্দিকী বঙ্গীয় পরিষদ কক্ষে ভারত, তুরস্ক, সিরিয়া, মিশর, আরব নির্বিশেষে মুসলিম দুনিয়ার সকল শ্রেণীর আলেমদের অতি কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করেন। বাঙ্গালা লীগের সেক্রেটারী মিঃ আবুল হাসেম উহার সমর্থন করেন।[১]

(ন) আহমদাবাদ জেলা লীগের সেক্রেটারী মিঞা শেখ আহমদ মন্তব্য করেন, মাওলানা মৌলবীর কথা শুনিও না এমন কি সেই মৌলবি মাওলানা যত বড় আলেম আল্লামা হউক না কেন, তাঁহারা যদি কোরান খুলিয়া তোমাদের সম্মুখে পাঠ করে এবং ব্যাখ্যা করিয়া শুনায় তবুও তোমরা সে সবে কান দিও না। তোমরা মাত্র কায়েদে আযম ও লীগের কথা শুনিবা।

(প) ১৯৪২ খ্রীঃ সিরাজগঞ্জে মিঃ জিন্নাহর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের যে অধিবেশন হয় উহাতে গান-বাজনা করা হয়। প্রকাশ্য সভায় বেপর্দা মুসলমান স্ত্রী লোকের সমাবেশ হয় এবং মিঃ জিন্নাহর মূর্তি স্থাপনের আয়োজন করা হয়।[২]

(ফ) ১৯৪৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে করাচীতে মুসলিম মহিলা ন্যাশনাল গার্ড গঠন করা হয়।[৩]

(ব) গ্রামোফোন রেকর্ডেকোরআন শরিফ আবৃত্তির সপক্ষে মুসলিমলীগের ভোট দান।[৪]

১। ছুন্নত অল জামায়াত-১১শ বর্ষ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা পৃ ১৩৪।

২। ঐ -পৃঃ১০৬, ১৩২।

৩। ঐ

৪। ঐ পৃঃ ১২০।

Scanned by CamScanner

মুসলিম লীগ ত্যাগ করার পর আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) পুনরায় জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসামে ফিরে আসেন এবং সংগঠনকে জোরদার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর পীর হজরত আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) এর মৃত্যুতে এই সংগঠনের অস্তিত্ব লোপ পায়। ফলে তিনি সর্বভারতীয় সংগঠন জমিয়ত-ই উলামায়ে হিন্দে যোগ দেন।[১] কোলকাতার মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সর্বভারতীয় সভাপতি সৈয়দ মাওলানা হোসেন আহমদ মাদানী (রহঃ) আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) এর উপস্থিতিতে জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গলাকে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সঙ্গে সংযোগ করে দেন। প্রকাশ থাকে যে মুসলিম লীগ ত্যাগ করার পর তিনি মাত্র এক বৎসর সাত মাস জীবিত ছিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রাজনীতির সঙ্গে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) র অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ১৩ই কার্তিক কলিকাতা ঝাউতলা রোডে এ, কে, ফজলুল হকের বাসভবনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তে ওলামার ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি হিসাবে দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে যান। এই বিবৃতিই তাঁর শেষ বাণী নামে খ্যাত।

১। আলহাজ্জ মাওলানা গোলাম রসুল চাঁদপুরী- জমিয়ত কি ? হাফেজ আব্দুল আজীজ সম্পাদিত নবনূর মাসিক পত্রিকা ১ম বর্ষ, ১০,১১ সংখ্যা ১৩৬৩ বঃ পৃঃ ১৬৪

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) শেষ বাণী

গত ৯ই কার্ত্তিক বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তে ওলামার ওয়ার্কিং কমিটির সভায় জমিয়তের সভাপতি মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তারদিগের অভিমত আলোচনা করিয়া যখন জানা গেল যে, তিনি আপাততঃ মফঃস্বলে বাহির হইতে পারিবেন না, তখন স্থির হইল যে, আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে অবিলম্বে তাঁহার পক্ষ হইতে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিতে হইবে। তদনুসারে গত ১৩ই কার্ত্তিক মৃত্যুর মাত্র তিন দিন পূর্ব্বে মরহুম মাওলানা সাহেব বিগত ১৭ই ভাদ্র তারিখের সাপ্তাহিক মোসলেম পত্রিকায় তাঁহার পূর্ব্ব প্রকাশিত বিবৃতি সংশোধন করিয়া নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে জমিয়তে ওলামার সেক্রেটারী ও মোসলেম পত্রিকার সম্পাদক মওলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেব উহা লিখিয়া লন। মরহুম মাওলানা সাহেব যখন ঐ বিবৃতি প্রদান করেন, তখন তিনি স্বয়ং অথবা উপস্থিত কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিতেছে এবং এত শীঘ্রই তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। সুতরাং মাওলানা সাহেবের অগণিত অনুরক্ত ভক্ত এবং বিশেষ ভাবে বাঙ্গলার মোসলমানের জন্য ইহাই তাঁহার শেষ বাণী।

আস্সালামো আলায়কুম,

বেরাদারানে ইসলাম আপনারা জানেন, আমি গত কয়েক মাস যাবত নানাবিধ অসুখে ভুগিতেছি। আমার স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার ডাক্তারেরা বলিতেছেন যে, পূর্ণ বিশ্রাম করিতে হইবে। মানুষের জীবন অস্থির ও অনিত্য। কখন কাহার দিন ফুরাইয়া যাইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তারপর আল্লাহতালার অনুগ্রহে আমি স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিলেও পুনরায় কবে যে আপনাদের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারিব, তাহাও সঠিক জানি না। কাজেই দেশের এই সঙ্কটের সময় মোসলমান জাতির জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে যখন তাঁহাদের

Scanned by CamScanner

ঈমান ও আমল লইয়া ছিনিমিনি খেলা আরম্ভ হইয়াছে, সমাজের সর্ব্বত্র প্রলোভন ও প্রতারণার ফাঁদ পাতা হইতেছে, তখন আপনাদের খেদমতে কয়েকটি কথা আরজ করা আমি একান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি। আশা করি, এই কঠিন সময়ে আপনারা আমার কথাগুলি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

আপনারা সম্ভবতঃ সকলেই জানিয়াছেন যে, আগামী ফাল্গুন চৈত্র মাসের মধ্যেই বঙ্গীয় আইন সভার সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে। এই নির্ব্বাচনের ফলাফলের উপরই ভারতের তথা বাঙ্গালার মোসলমানের ভবিষ্যৎ এবং তাঁহাদের ভালমন্দ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। তাই এই নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিবার জন্য দেশের সকল দলই যথাসাধ্য উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। মিঃ জিন্নার পরিচালিত ইসলামদ্রোহী মোস্‌লেম লীগ এবং তাঁহাদের কালোবাজারী মুনাফাখোরের দল লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বাচন করিতে নির্ব্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতেছে। টাকার জোরে ভোট সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বাচনে জয়ী হইবে বলিয়া তাঁহারা একরূপ প্রকাশ্য ভাবেই আস্ফালন করিতেছে। মিঃ জিন্না স্বয়ং সদর্পে ঘোষণা করিয়াছেন যে, রূপার গুলী বর্ষণ করিয়াই তিনি এই নির্ব্বাচন সংগ্রামে জয়লাভ করিবেন। বাঙ্গলার মোসলমান মগরুর মিঃ জিন্না ও তাঁহার দাজ্জালী লীগের এই ফেরাউনি আস্ফালনের সমুচিত উত্তর দিতে পারিবেন কি ?

আশার কথা এই যে, জিন্না লীগের অসার অহমিকা ও অন্যায় আস্ফালনে উত্যক্ত হইয়া বাঙ্গলার অন্যান্য মোসলেমদল ইহারই মধ্যে তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তে ওলামা, কৃষক প্রজা সমিতি, মোসলেম মজলিস ও মোমেন সম্প্রদায় নির্ব্বাচনী যুদ্ধে জিন্না লীগের দর্পচূর্ণ করিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছেন। দেশের ঐ সকল স্বাধীনতাকামী ও জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ সম্মিলিত হইয়া মোসলেম বঙ্গের প্রবীণ জননায়ক ও বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী মওলবী, এ, কে, ফজলুল হককে সভাপতি করিয়া বঙ্গীয় মোসলেম

Scanned by CamScanner

পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করিয়াছেন। এই বোর্ডের যাঁহারা সদস্য হইয়াছেন দেশসেবা সম্বন্ধে তাঁহারা সকলেই অতীতের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতীপুরুষ এবং ধর্ম্মের জন্য জাতির জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকেরই কর্ম্মজীবন সেবা, সাধনা ও ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। মোসলেম পার্লামেন্টারী বোর্ডের মেম্বরদের সহিত অন্য কোন বোর্ডের স্বার্থপর ও সুযোগ শিকারী লোকদের তুলনা হইতে পারে না। ইসলামের সম্মান ও মোসলমানের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ রক্ষা করিবার মহান উদ্দেশ্য লইয়া আগামী নির্ব্বাচন পরিচালন করাই হইবে এই বোর্ডের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এই বোর্ড হইতে ধর্ম্মপ্রাণ আলেম এবং শিক্ষিত ও সমাজ হিতৈষী লোকদিগকেই আইন সভার সদস্যপদের জন্য মনোনীত করা হইবে। বাঙ্গালার মোসলমানেরা যদি নিজেদের ঈমান, আমল ও অস্তিত্ব রক্ষা করিতে চাহেন, লীগওয়ালাদের অনাচার, দুর্নীতি, ঘুষ, চুরী ও চোরাবাজারী কারবারের ভীষণ অনিষ্টকারিতা হইতে যদি তাঁহারা দেশের জনসাধরণ এবং দরিদ্র কৃষক প্রজা ও মোসলমান সমাজকে বাঁচাইতে ইচ্ছুক হন এবং সমাজশোষক জমিদার মহাজন, স্বার্থপর বড়লোক ও লুণ্ঠনকারী ব্যবসায়ীদের অত্যাচার, অবিচার ও উৎপীড়ন হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিয়া দেশের সত্যকার কল্যাণ সাধন ও জাতির উন্নতি বিধান করাই যদি তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা একমাত্র "মোসলেম পার্লামেন্টারী বোর্ডের" মনোনীত জমিয়তে ওলামা ও কৃষক প্রজা সমিতির প্রার্থীদিগকেই ভোট প্রদান করিবেন। মিঃ জিন্নার ধর্ম্মদ্রোহী দজ্জালী লীগের মনোনীত লোকেরা যাহাতে একটিও ভোট না পায়, তৎপ্রতি সকলে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন।

মিঃ জিন্নার পরিচালিত মোসলেম লীগ বাংলার আইন সভার ইংরেজ সদস্য ও বিদেশী বণিকদিগের সহায়তায় রাজশক্তি করায়ত্ত করিয়া গত দুই বৎসর যাবৎ স্বদেশ ও স্বজাতির যে ভীষণ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন, তাহা সকলেই জানে। তাহারা নিজেদের আত্মগ্রাসী নীতি ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সৃষ্টি করিয়া যেরূপভাবে

Scanned by CamScanner

লক্ষ লক্ষ লোকের অকাল মৃত্যু ঘটাইয়াছেন এবং অনাচার দুর্নীতি ঘুষ, মজুতদারী মুনাফাখোরী ও কালাবাজারের দ্বারা যেরূপভাবে সারা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছেন তাহা কাহারও অজানা নাই। এতদ্ভিন্ন জিন্না লীগের বড় কর্ত্তারা আল্লাহ-রসুল ও কোরান হাদিসের বিরুদ্ধাচারণ, নামাজ-রোজা ও পর্দ্দা পবিত্রতা পরিত্যাগ, প্রকাশ্যভাবে সুরাপান, মদের মজলিশ ও বেগানা নরনারীর নৃত্য গীতের আয়োজন এবং অবিরত আলেম নিন্দা ও শরিয়ত বিদ্বেষ প্রচার করিয়া শয়তানী "পাকিস্তানের" নামে পবিত্র ইসলামকে এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন। বাঙ্গলার মোসলমানেরা কি এইরূপ দাজ্জালী লীগের মনোনীত প্রার্থীদিগকে ভোট দিয়া নিজেদের ইহ-পরকাল নষ্ট করিবেন ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জমিয়তে ওলামা ও কৃষক প্রজা সমিতির আলেম ও কর্মীগণ একটু উদ্যোগী হইয়া প্রচারকার্য্য চালাইলে এবং ধর্ম্মপ্রাণ মোসলমানেরা সরল বিশ্বাসী মোসলেম জনসাধরণকে জিন্না লীগের অনাচার, দুর্নীতি ও ধর্ম্মদ্রোহীতা বুঝাইয়া দিলে আল্লাহ রসুল ও পরকালের উপর যাঁহাদের ঈমান আছে এবং কোরাণ ও হাদিস যাহারা বিশ্বাস করেন, তাহারা কখনই লীগের প্রার্থীদিগকে ভোট দিয়া নিজেদের ইহ পরকাল নষ্ট করিবেন না।

পরিশেষে বাঙ্গলার মোসলমানদিগকে আর একটি জরুরী কথা জানাইয়া আমি অদ্যকার মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি। জমিয়তে ওলামার প্রকাশ্য অভিযানও সত্যপ্রচারে ভীত হইয়া লীগের পাণ্ডারা উহার প্রভাব নষ্ট করিবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে কন্ট্রোল কন্ট্রাক্ট, সাহায্য ও চাকুরীর লোভ দেখাইয়া কতিপয় অস্থিরমতি ও দুর্ব্বলচেতা লোক লইয়া একটি জাল জমিয়তে ওলামা খাড়া করিয়াছিলেন, বাঙ্গলাদেশে ও বাঙ্গলার অভিজ্ঞ আলেম সমাজে ঐ জাল জমিয়ত চলে নাই। তাই জন্মাইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা মরিয়া ভুত হইয়া গিয়াছে। তবে লীগের পাণ্ডারা দমিবার পাত্র নহেন, তাহারা সম্প্রতি সারা বঙ্গ ভারতের ওলামা সম্প্রদায়ের আঙ্গিনা ঝাঁটাইয়া কতিপয় স্বার্থপর সুযোগ শিকারী পীর ও অর্দ্ধ ডজন

Scanned by CamScanner

অজ্ঞাতনামা মৌলবী ও নিম-মৌলবী সংগ্রহ করিয়া "জমিয়তে ওলামায়ে এছলাম" নামে একটি প্রতিক্রিয়াশীল পাল্টা জমিয়ত গঠন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উহা জিন্না লীগের লেজুড় স্বরূপ তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোগী কতিপয় আধা মৌলবীর গাধা বোট ভিন্ন আর কিছু নহে। জিন্না লীগের চোরাবাজার ও মোসলমান যুবক যুবতীদের নাচের মজলিসের টাকা খাইয়া অন্ধভাবে লীগ সমর্থন করা ভিন্ন উহাদের আর কোনই আদর্শ বা উদ্দেশ্য নাই। আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচনে লীগ নিজের লেজুড়ে বান্ধিয়া উক্ত ভুঁইফোড় জিন্না-জমিয়তের ঐ অচল গাধা বোটখানি বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় টানিয়া লইয়া বেড়াইতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু বাঙ্গলার মোসলমান 'ভিন্ন গোঠের' ঐ সকল কানা দাজ্জালের দাগাবাজীতে প্রতারিত হইয়া ইসলাম ও কওমের সহিত যেন নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন না করেন।

আমার শেষ নিবেদন— বাঙ্গলার মোসলমান সমাজের সম্মুখে আজ অতি কঠিন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে। মালাবার হিল হইতে ভাগিরথী ও বুড়ী গঙ্গার তীর পর্যন্ত আজাজিলী অহমিকা ও ফেরাউনী আস্ফালনের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা দেশে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সৃষ্টি করিয়া ৫০ লক্ষ লোককে প্রাণে মারিয়া যে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করা হইয়াছে, আসন্ন নির্ব্বাচনে ভোট সংগ্রহের জন্য সেই টাকা বাঙ্গলার মোসলেম সমাজে দুই হাতে ছড়াইয়া দিবার আয়োজন করা হইতেছে। অর্থনীতি বিদেরা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গলাদেশে লীগ মন্ত্রীদের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে যে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে, মওজুতদারী, মুনাফাখোরী ও কালাবাজারী কারবার করিয়া তাহারা প্রত্যেকটি লোকের প্রাণের বিনিময়ে অন্ততঃ এক হাজার টাকা লাভ করা হইয়াছে এবং সেই টাকা দিয়াই আজ বাঙ্গলার মোসলমানের ভোট কিনিবার জন্য লম্ফ ঝম্ফ করা হইতেছে। আরও বিস্ময়ের বিষয়, ঐ নরহত্যাকারী কশাইদের নিকট ভোট বিক্রয়ের জন্য

Scanned by CamScanner

দালালেরও অভাব হইতেছে না। বাঙ্গলার মুসলমানের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অভিশাপ, দুর্ভাগ্য ও কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে ?

অতএব বাঙ্গলার মোসলমান সমাজকে আজ অতি কঠিন পরীক্ষা দিতে হইবে। তাঁহাদিগকে এখনই স্থির করিতে হইবে যে, তাঁহাদের ঈমান বড়, না টাকা বড়? আল্লাহ্ রসুলের আদেশ বড়, না জিন্না শহিদের হুকুম বড় ? কোরান হাদিসের বিধি নিষেধ বড় না লীগের বিজ্ঞাপনের প্রতারণা প্ররোচনার মোহ বড় । আমি অন্তরের সহিত আশা করি যে, বাঙ্গলার মোসলমান আল্লাহ্ ও রসুল, কোরান হাদিস ও জমিয়তে ওলামার আদেশ, নির্দ্দেশ ও উপদেশ সম্মুখে রাখিয়া সেই কঠিন পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইবে।—আমিন।

খাদেমুল ইসলাম
মোঃ রুহুল আমিন।
সভাপতি,
বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তে ওলামা

হিন্দু মুসলিম মিলন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) এক সময় মুসলিম লীগকে সমর্থন করলেও তিনি হিন্দু মুসলমান মিলনের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্পর্কে তিনি বলেন,[১] যে জাতিই ভারতের শাসক হউক না কেন, হিন্দু মুসলমানকে এ দেশে পাশাপাশি বাস করিতেই হইবে। তল্পিতল্পা গুটাইয়া হিন্দুরা এ দেশ ছাড়িয়া কোনদিন সিন্ধুর কুলে আবার ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। অথবা মুসলমানদের পক্ষেও ইসলামী জাহাজে বাচ্ছা-কাচ্চা লইয়া আরব সাগর পাড়ি দেওয়াও সম্ভব নহে। সুতরাং এদেশে যখন বাস করিতেই হইবে তখন উভয়ের স্বার্থের কিঞ্চিত হরণ-পূরণ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার দানবকে হত্যা করা উচিত"।

১। ছুন্নত অল জামায়াত ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৫৭।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যঃ

'যে কোন সম্প্রদায়ের হউক না কেন যাহারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় তাহারা দেশের পরম শত্রু। মানুষের ধন প্রাণ লইয়া খেলা করা দানবের কার্য। যাহারা প্ররোচনা দিয়া দাঙ্গা বাধাইবার সুযোগ করিয়া দেয়, দাঙ্গার সময় তাহারা থাকেন নিরাপদ স্থানে।"[১]

পাকিস্তান প্রস্তাব সম্পর্কে আল্লামা রুহুল আমিন(রহঃ)

মুসলিম লীগ ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তানের জন্য সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করেন। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলমানদ্দের জন্য সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করে। মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রস্তাবকে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) সমর্থন করেন নি। যখন মিঃ জিন্নাহর নেতৃত্বে ভারত বিভক্ত হতে চলেছিল তখন তিনি বলেন, আমি দেখিতে পাইতেছি জিন্নাহ সাহেবের নেতৃত্বে যে পাকিস্তান বাংলার বুকে কায়েম হইতে যাইতেছে ঐ পাকিস্তান বাংলা বুকে টিকিবে কি না সন্দেহ, আমি রুহুল আমিন হয়ত তখন কবরে থাকিব।[২] আজ তাঁর চিন্তা নির্মম সত্য হয়ে প্রকাশিত। পূর্ব পাকিস্তান আজ ইতিহাসের গর্ভে বিলীন, নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে।

জাতির নেতাদের চরিত্র গঠন সম্পর্কে মন্তব্য

জাতির নেতাদের চরিত্র গঠন সম্পর্কে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) বলেন,[৩] "ব্যক্তি চরিত্র উন্নত না হলে জাতীয় চরিত্র ও উন্নত হতে পারে না; এবং জাতীয় নেতা-চরিত্র উন্নত না হলে সে জাতির পতন অনিবার্য। কারণ নেতারাই জাতিরস্রষ্টা রূপে পরিচিত হন"।

১। ছুন্নত অল-জামায়াত ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ২৬৮।

২। হাবিবুর হমান- মুজাহিদে মিল্লাত পৃ— ১০৪

৩। ছুন্নত অল-জামায়াত ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৭১-২৭২।

Scanned by CamScanner

ইংরেজ শাসকদের প্রতি হুমকি

ইংরেজদের রক্তরাঙা চক্ষু উপেক্ষা করে সুন্নত আল জামায়াত পত্রিকা তাদের হুমকি দিয়ে বলে। [১] "ভারতকে আর পদানত করিয়া রাখা চলিবে না, তাহারা জাগিয়াছে এবং সে জাগরণের পরিণাম বড় সহজ নহে। সুতরাং ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া গতি কি?"

নিখিলবঙ্গ তবলীগ মিশন

১৩৪৫ বঙ্গাব্দে নিখিল বঙ্গ তবলীগ মিশন স্থাপিত হয়।[২] মিশনের অফিস ছিল ১৪নং চাঁদনী চক ফাষ্টলেন (ত্রিতল) কলিকাতা। নিখিল বঙ্গ তবলীগ মিশনের সভাপতি হন আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)।[৩] আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন এবং জমিয়তে ওলামা বাঙ্গালা ও আসামের প্রচার বিভাগে "নিখিলবঙ্গ তবলীগ' মিশন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শিক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাবের প্রতিবাদ

১৩৪২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষা সম্পর্কিত তিনটি প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, "মিঃ আবুল কাসেম বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনটি অভিনব প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন, প্রথম-ইসলামিয়া কলেজ তুলিয়া দেওয়া হউক, দ্বিতীয়-মুসলিম শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টরের পদ তুলিয়া দেওয়া হউক, তৃতীয়-মুসলিম শিক্ষা বিভাগের সহকারী ইন্সপেক্টরের পদ তুলিয়া দেওয়া হউক। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক জোড়া আবুল কাসেম রহিয়াছেন, প্রস্তাবকারী আবুল কাসেম যে কোন ব্যক্তি, বর্দ্ধমানের প্রাচীন নেতা মিঃ আবুল কাসেম, অথবা খুলনার তরুণ এম, এল, সি, আবুল কাসেম এম, এ, বি-এল তাহা আমরা বুঝিতে

১। ছুন্নত অল-জামায়াত, ১৩শ বর্ষ ৩-৪ সংখ্যা, ১৩৫৩ বঃ পৃঃ ৭৫।
২। ঐ, ৮ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা ১৩৪৮ বঃ পৃঃ ৪৮৬
৩। মওঃ রফিকুল হাসান-তবলীগের আবশ্যকতা ছুন্নত অল জামায়াত ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা পৃঃ ৩৪৬। ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা পৃঃ ১০৭। ৮ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা, পৃঃ ৪৮৬।

Scanned by CamScanner

পারিলাম না। তবে যিনিই হউন না কেন, তাঁহার এই উদ্ভট প্রস্তাব প্রত্যাহার না করিলে এইরূপ জাতিদ্রোহীকে সমাজ যে কখনই ক্ষমা করিবে না, নিতান্ত সত্যের খাতিরে আমরা পূর্বাহ্নেই তাহা বলিয়া রাখিতেছি।"[১]

ইসলামীয়া কলেজ, মুসলিম শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টের এবং সহকারী ইন্সপেক্টর পদ তুলে দেওয়ার প্রস্তাব যিনি এনেছিলেন, তিনি হলেন বর্দ্ধমানের প্রবীন নেতা মিঃ আবুল কাসেম। প্রতিবাদের ফলে এই বিল প্রত্যাহৃত হয়।[২]

ইসলামী চিন্তাধারা বর্জিত মক্তব পাঠক্রমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

ইসলামী চিন্তাধারা বর্জিত মক্তবের পাঠক্রম প্রবর্তিত হলে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) জোরালো প্রতিবাদ করেন, তিনি বলেন পূর্বে মক্তবের শিক্ষা এবং পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন ছিল। বর্তমানে ইহা পরিবর্তন করিয়া গড়ে হাঁটু জল করা হইয়াছে। পূর্বে মক্তবে কোরআন ও উর্দ্দু শিক্ষা দেওয়া হইত, ইহার দ্বারা ছেলেরা মক্তবের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জুনিয়র মাদ্রাসায় প্রবেশ করিবার সুযোগ লাভ করিত। বর্ত্তমানে মুসলমান ছাত্রদের জন্য দীনিয়াত শিক্ষার মধ্য দিয়া যে সামান্য আরবী কায়দা এবং কোরআন মজীদ শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা অতি সামান্য, ইহার দ্বারা মক্তবের ছেলেরা জুনিয়ার মাদ্রাসায় ৫ম শ্রেণীতে পড়িবার যোগ্যতা কোন প্রকারে লাভ করিতে পারিবে না। সুতরাং বর্তমান মক্তবের পাঠ্য দ্বারা ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণ ব্যাহত হইবে, তাহা বিনা সন্দেহে বলা যাইতে পারে। জাতির চরম দুর্দ্দিনে মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষার দৌলতে সমাজে কতিপয় আলেমের সৃষ্টি হইয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া আসিতে ছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে কোন আশা আর থাকিল না।[৩]

১। ছুন্নত অল জামায়াত– ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা, পৃঃ ২১৯

২। ঐ- ৮ম সংখ্যা, পৃঃ ২৫৫।

৩। ছুন্নত অল জামায়াত-৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৫২।

Scanned by CamScanner

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদ

ইসলামী ভাবধারা বর্জিত মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের প্রতিবাদে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) বলেন, পাশ্চাত্যের বিকৃত ভাবধারাপুষ্ট প্রাচ্যের ইসলামী আদর্শহারা শিক্ষার দ্বারা মোসলমানের যে অবনতি চরমে উপনীত হইয়াছে বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি ইহা স্বীকার করেন। এরূপ শিক্ষার আশু সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান নাজীম- শহীদ[১] কোম্পানী কর্তৃক আনীত বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষা বিল আমরা গ্রহণ যোগ্য বলিয়া মনে করিনা। মোসলমানকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহাদের যে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন তাহা বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে সম্ভব নহে, ইসলামের আদর্শে নূতন ভাবে উহা রচনা করিতে হইবে। প্রয়োজনে মোসলেম শিক্ষার উন্নতির জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, মোসলমানকে বাঁচিতে হইলে তাহা করিতেই হইবে।[২]

সারদা বিবাহ বিলের প্রতিবাদ

এই আইন দ্বারা বাল্যবিবাহ রদ করা হয়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের পক্ষে এই আইন প্রযোজ্য হয়। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২১, ২২, ২৩শে ফাল্গুন জমিয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা ও আসামের ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব নেওয়া হয়।[৩] আলেমদিগের এই সমবেত কনফারেন্স এ্যাসেমবিলীর অধিকাংশ মোসলেম মেম্বার ও জমিয়তে ওলামা প্রভৃতি মোসল মানদিগের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সম্রাট সপ্তম এড্ ওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জের ঘোষণা বাণী অবহেলা করিয়া বড়লাট সাহেব অন্যায়ভাবে

১। ১৯৪৩ খ্রীঃ ৩রা এপ্রিল খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলা প্রদেশে মুসলিমলীগ মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়। তিনি হন উক্ত মন্ত্রী পরিষদের মুখ্য মন্ত্রী। এছাড়া তিনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করনে। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বেসামরিক সরবরাহ তথা খাদ্য মন্ত্রীরূপে যোগ দেন। এ সময় এই মাধ্যমিক বিল আনা হয়।

২। ছুন্নত অল জামায়াত- ১১শ বর্ষ, ৪র্থ-৫ম সংখ্যা পৃঃ ১০০-১০১

৩। শরিয়তে এসলাম, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃঃ ৬৬।

Scanned by CamScanner

'সারদা বিবাহ বিল' মোসলমানদের উপর চাপাইয়া দিয়া ধর্ম বিশ্বাস ও মোজহাবের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া বিশেষভাবে প্রতিবাদ করিতেছে এবং একথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিতেছে যে, এই অন্যায় ও অবৈধ আইন প্রচারের ফলে দেশে যদি অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য কেবল গভর্ণমেন্টই দায়ী হইবেন। মোসলমান সমাজ এই ইসলাম বিদ্বেষী আইন মানিয়া লইতে কখনই প্রস্তুত নহেন।"

মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ বিলের প্রতিবাদ

১৩৩৯ খ্রীঃ ১৭ই মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে (দিল্লী) "মুসলিম বিবাহ বিল আইন পাশ করা হয়। এটি মুসলিম পার্সোন্যাল ল'কে আঘাত হেনেছিল। আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) এই বিলের সমালোচনা ছুন্নত অল-জামায়াত পত্রিকায় প্রকাশ করেন।[১] পরে এটি পুস্তিকারের প্রকাশিত হয়।

রেডিও এবং গ্রামোফোনে কোরআন পাঠ ও আজানের প্রতিবাদ

রেডিও এবং গ্রামোফোনে পবিত্র কোরআন পাঠ ও আজান দেওয়ার ব্যবস্থা হলে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা ও আসাম ও হালকায়ে জেক্‌র সুসাইটীর মাধ্যমে প্রতিবাদ জানান।[২]

কুকুর দৌড়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

কলকাতা শহরের বেহালায় কুকুর দৌড়ের খেলা হত। বাংলা সরকারের অনুমোদন নিয়ে পাপ কার্যের অনুষ্ঠান হত। কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ও এই খেলাতে অনুমতি দিত। আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) তদীয় পীরের সঙ্গে এর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ ও আন্দোলন শুরু করেন। ব্যবস্থা পরিষদের কতিপয় সদস্যও তাঁদের সঙ্গে এই আন্দোলনে যোগদান করার ফলে কুকুর দৌড়ের আইন পাশ বন্ধ হয়ে যায়।[৩]

১। ছুন্নত অল জামায়াত- ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যায়, ১৩৪৬ পৃঃ ২৮৯।
২। ঐ ৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা, ১৩৪৩ বঃ পৃঃ ৫০৬, শরিয়তে ইসলাম ১১শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা, ১৩৪২ পৃঃ ১৮৯।
৩। ছুন্নত অল জামারাত- ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৩৪৭,পৃঃ ৯৯-১০০

Scanned by CamScanner

ওয়াক্‌ফ বিলের প্রতিবাদ

১৩৪০ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় ওয়াক্‌ফ বিল পাশ হয়। সরকার ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির আয় থেকে কিছু অংশ বোর্ডের কর্মচারীদের বেতন বাবদ খরচ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই আয়ের উপর রোডসেস নির্ধারণ করে, যা শরিয়তে না জায়েজ। ওয়াক্‌ফকারী যেরূপ শর্ত দিয়েছেন, সেই মত ব্যয় করাই শরিয়ত সম্মত, এর ব্যতিক্রম করা শরিয়তের খেলাফ। আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) তদীয় পীরের নির্দেশে হিন্দুস্থানের মুফতিদের ফৎওয়া সংগ্রহ করে উক্ত বিলের প্রতিবাদ মাসিক সুন্নত অল-জামায়াতে প্রকাশ করেন।[১]

বন্দেমাতরম ধ্বনির বিপক্ষে কুফরী ফৎওয়া

'১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে চুচুঁড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বন্দেমাতরম' গানটি রচনা করেন, আর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ গান সন্নিবেশিত করেন তাঁর উপন্যাস 'আনন্দ মঠে।' পরে ঐ গান ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন নিজের সুর দিয়ে। জাতীয়তার ভাবোদ্দীপক ধ্বনি হিসাবে 'বন্দেমাতরম' সর্বজন পরিচিত। ঐ ধ্বনির উচ্চারণ করতে করতে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী মৃত্যু বা নির্যাতন বরণ করেছেন।''[২]

ডঃ প্রতাপ চন্দ্র বাবু এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন 'বঙ্কিমচন্দ্র এই বন্দেমাতরম-এর ধারণা পেয়েছিলেন ঋকবেদের 'বাকসূক্ত থেকে, সেখানে বাক্‌দেবী বলেছেন, অহং রাষ্ট্রী। অর্থাৎ আমি রাষ্ট্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।[৩]

তিনি মুলমানদের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছেন, 'মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি অংশ এর মধ্যে পৌত্তলিকতা দেখেছিলেন। তার ফলে এই গানের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বঙ্কিমকে তাঁরা বলেন, সাম্প্রদায়িক। 'আনন্দ মঠ' পোঁড়াতে লাগলেন।[৪]

২। ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ১২৬। পীর কেবলার জীবনী পৃ ৫৯।

২। শ্রী পীতিন্দ্র কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, তথ্য অধিকর্তা-তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পঃ বঃ সরকার)- মুক্তির সংগ্রামে ভারত, ২য় সং, ১৯৮৯, পৃঃ ৪২।

৩। ডঃ প্রতাপ চন্দ্র-দৈনিক বর্তমান।

৪। ঐ

Scanned by CamScanner

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) বলেন, 'যে সময় স্বদেশী হুজুগে মাতিয়া মুসলমানগণ 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে লোকদের কান ঝালাপালা করিতেছিলেন, সেই সময় আমি উহা নাজায়েজ ও কোফর হওয়ার ফৎওয়া 'হাজিগঞ্জের বাহাসে' প্রচার করি।'[১] উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেন, বন্দেমাতরম সংস্কৃত শব্দ। 'বন্দে' শব্দ 'বন্ধ' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উত্তম পুরুষের বর্তমান কালে, এক বচনে বন্দ শব্দের সহিত 'এ' বিভক্তি যোগ (বন্দ এ) 'বন্দে হইয়াছে। আর 'মাতৃ' শব্দ দ্বিতীয়ার একবচনে 'মাতরম' হইয়াছে। 'বন্দে'শব্দের অর্থ হইল, আমি স্তব-স্তুতি করিতেছি, আমি পূজা করিতেছি, আমি বন্দনা করিতেছি ইত্যাদি, আমি তছবিহ পড়িতেছি, হামদ করিতেছি। বন্দেগী ও এবাদত করিতেছি। 'মাতরম' শব্দের অর্থ মাতাকে, মাতা শব্দের অর্থ জননী, পৃথিবী, মাহেশ্বরী, লুক্ষী, ইন্দ্র, বারুণী, জটামাংশী, দুর্গা, ভগবতী, পার্বতী ইত্যাদি। 'বন্দেমাতরম' শব্দের অর্থ আমি মাতাকে পূজা, আরাধনা বন্দিগী করিতেছি।

'আনন্দ মঠে'র সন্ন্যাসীরা তাহাদিগের দেশমাতার মূর্তি নির্মাণ করিয়া 'বন্দে মাতরম' বলিয়া এই বিশ্বাসে তাহার পূজা করিত যে, তাহাদের দেশমাতা মোসলমান দিগকে ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে রাজত্ব প্রদান করেন। প্রকৃত কথা এই যে, হিন্দু সন্ন্যাসীগণ, মোসলমান রাজত্ব ধ্বংস করিয়া হিন্দু রাজত্ব পুনঃ সংস্থাপনের জন্যই তাহাদিগের দেশমাতার প্রতিমা গড়িয়া 'বন্দে মাতরম' পূজা পদ্ধতি প্রবর্তন করিয়াছিল।[২]

'আনন্দ মঠের ২৭, ২৮, ২৯ পৃষ্ঠায় দুর্গা, বরদা, তারিণী, কমলদলবিহারিণী, রাণী বিদ্যাদায়িণী, ও মাতৃভূমির প্রতিমার কীর্তন ও আরাধনা উপলক্ষে 'বন্দেমাতরম' বলা হইয়াছে।

কোন হিন্দুকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে, অবশ্য তিনি বলিবেন যে, আমরা উহা উপাসনা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইসলাম ধর্মে আল্লাহতায়ালা ব্যতীত অন্য কাহারও উপাসনা বন্দিগী করা জায়েজ আছে কি? ইহাই শেরেক ও কাফেরীর মূল, ইহা লোপ করার জন্য সহস্র সহস্র পয়গাম্বর আগমন করিয়াছিলেন, এই জন্যই কোরআন নাজিল হইয়াছে।[৩]

১। পীর কেবলার জীবনী, ১ম সংস্করণ, ১৩৪৬, পৃঃ ১৬৫।
২। মোঃ রুহুল আমিন-সত্যপথ ও হাজিগঞ্জের বাহাস, ২য় সংখ্যা ১৩৯০ পৃঃ ২৮।
৩। ঐ- পৃঃ ২৯।

Scanned by CamScanner

গান্ধীপন্থী মুসলমানরা দাবি করেন যে, বন্দে মাতরম শব্দের অর্থ এরূপ হতে পারে যে, 'আমি আমার মাতার সেবা করি'। তাহলে বন্দেমাতরম বলা শেরক ও নাজায়েজ হবে কেন ?

এর উত্তরে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) বলেন, কোরআন শরীফে আছে, 'হে ইমানদারগণ তোমরা 'রায়েনা' বলিও না, বল 'উনজোরনা' এবং শ্রবণ কর।' 'রায়েনা' শব্দের এক অর্থ আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন। দ্বিতীয় অর্থ নির্বোধ। য়িহুদিরা হজরতের সহিত কথা বলা কালে দ্বিতীয় অর্থে উক্ত শব্দ ব্যবহার করিত, আর তাহাদের দেখা দেখি সরলচেতা মুসলমানগণ হজরতের সহিত কথা বলার সময় উক্ত শব্দ ব্যবহার করিতেন। অবশ্য তাঁহারা প্রথম অর্থেই ব্যবহার করিতেন। সেই সময় খোদাতায়ালা এই আয়াত নাজিল করেন। আয়াতের মূল মর্ম এই যে, তোমরা এরূপ শব্দ ব্যবহার করিও না যাহার এক প্রকার মন্দ অর্থ আছে। বরং 'উনজোরনা' শব্দ ব্যবহার কর, উহার অর্থ আপনি আমাদের দিকে লক্ষ্য করুন। ইহাতে বুঝা গেল যে, বন্দে মাতরম শব্দের কোন প্রকার ভাল অর্থ থাকিলেও যখন উহার কয়েক প্রকার কাফেরি মর্ম আছে, তখন উহা বলা কিছুতেই জায়েজ হইবে না।[১]

এরপর তিনি সহিহ বোখারী, মেশকাত প্রভৃতি হাদিস থেকে এবং নূরোল আমিন, শামি প্রভৃতি কেতাব থেকে উদ্ধৃতির মাধ্যমে বন্দেমাতরম ধ্বনি বলা নাজায়েজ, শের্‌ক ও কোফ্‌রী হওয়ার দলীল পেশ করেছেন।

হরতাল সম্পর্কে মন্তব্যঃ হরতাল সম্পর্কে আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) বলেন, হরতাল করার কোন বিধানই ইসলামী শরিয়তে নাই। উহা অমুসলমান মিঃ গান্ধী প্রবর্তিত একটি অনুষ্ঠান মাত্র। হরতালে গরীবদের উপর ভীষণ জুলুম হয় এবং দুষ্ট লোকেরা নানা প্রকার অন্যায় করিবার সুযোগ পায়। সুতরাং উহা অবৈধ ও পাপ কার্য্য।[২]

১। হাজিগঞ্জের বাহাস, পৃঃ ৩১

২। ইসলাম দর্শন,১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১৩২৭ পৃঃ ২৪০

Scanned by CamScanner

অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান, কৃষক সমস্যার সমাধান ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদ সম্পর্কে মন্তব্য ঃ

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) কৃষক সমাজের সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ সজাগ ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত ছুন্নত অল জামায়াত পত্রিকায় বহু প্রবন্ধে কৃষক প্রজার প্রতি জমিদারের অত্যাচারের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে এবং তা থেকে মুক্তির পথ কি তারও উল্লেখ আছে এই পত্রিকার পাতায়। সুধী সমাজের অবগতির জন্য এখানে কয়েকটি নিবন্ধ তুলে ধরলাম।

আলোচনা [১]

বাংলাদেশের মোট বাসিন্দার মধ্যে শতকরা ৯৩ জন কৃষিজীবি। জমির উৎপন্ন ফসলই ইহাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র সম্বল। দিনের পর দিন বৃষ্টিতে ভিজিয়া রোদে পুড়িয়া ইহারা জমিতে ফসল উৎপন্ন করে। কিন্তু ইহার ফল ভোগ করে জমিদারগণ, কৃষকগণের মেহনতই সার। ফলে আজ বাংলার চাষী নিরন্ন সর্বহারা, তাহাদের ঘরের চালে খড় নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, অভাব অনটন তাহাদের চিরসাথী। শস্য শ্যামলা বাংলাভূমি, ইহার জমিতে সোনা ফলে, তুবও জমির যাহারা প্রকৃত মালিক, তাহাদের অবস্থা এইরূপ কেন, দীর্ঘদিন ধরিয়া রাজনৈতিক মহলে এই আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। কৃষক প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য প্রজা দরদীগণ কতভাবে কোমর বাধিয়া লাগিলেন। কিন্তু এক কানা- কড়িরও ফল হয় নাই বরং দেখা গিয়াছে,

কৃষক প্রজা দরদীগণ গালভরা বুলি আওড়াইয়া তাহাদের নিকট হইতে কলে-কৌশলে চাঁদা আদায় করতঃ নিজেদের ভুঁড়ি তাজা রাখিয়াছেন। কৃষকগণ যে তিমিরে সেই তিমিরে, তাছাড়া, পূর্বে আইন সভায় জমিদার দলের প্রাধান্য ছিল অত্যধিক, ফলে সেখানে কৃষক প্রজার অনুকূলে কোন আইন পাশ করিতে পারিত না।

১। ছুন্নত অল জামায়অত- ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৪৭ পৃঃ ২৮১-২৮৩।

Scanned by CamScanner

জমিদারী শোষণ নীতির ফলে দেশের মেরুদণ্ড কৃষক প্রজাগণের দিনের পর দিন হীন হইতে চলিয়াছে, ইহা আজ সর্ববাদী সম্মত মত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া প্রজাগণ জমিতে যাহা উৎপন্ন করে, তার পোনের আনা জমিদারের ঘরে। সুতরাং কৃষক-প্রজাগণ শুধু অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া সারা বৎসর অনাহারে অর্দ্ধাহারে কাল কাটায়। শুধু আজ নয় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলার এই শোষণ নীতি চলিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশের একটি কথায় বলে যার বিয়ে তার বিয়ে নয়, নেপোয় মারে দই। এই ব্যাপারও ঠিক তাহাই। কিন্তু মজলুমের ক্রন্দন বৃথা যায় না। দিনের পর দিন ধরিয়া কোটী কোটী নিরীহ আল্লাহর বান্দা যে নির্ম্মম নির্যাতন কঠোর শোষণ নীতি সহ্য করিয়া আসিতেছে, তার কি কোন প্রতিকার নাই?

সকলেই জানেন গত ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতে নব শাসনতন্ত্রের শুভ যাত্রা শুরু করিয়াছে। এই শাসনতন্ত্রে আইন পরিষদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা এবং অধিকার দেওয়া হইয়াছে। নব আইনের অধিকার হাতে পাইয়া বাংলার জনপ্রিয় মন্ত্রীমণ্ডলী সর্বপ্রথম কৃষক প্রজার দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনের ব্রতী গ্রহণ করেন। তাঁহারা কৃষক প্রজার কল্যাণকর যে সব আইন পাশ করিতেছেন, আজ তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। ইহার ফলে দেশময় এক তুমুল জাগরণ সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু তবুও সমস্যা হইতেছে অন্যরূপ। ভিতরে ইঁদুর রাখিয়া গর্ত বুজাইবার সার্থকতা মোটেই আশা করা যায় না।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ দেশের একদল শক্তিশালী লোকের নিকট কোটী কোটী কৃষক প্রজাকে কায়েমী শর্তে বিক্রয় করেন, ইহাই ইতিহাসে চির কুখ্যাত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার ফলে জমিদারগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইলেন। রাজস্ব আদায়ের সহজ পন্থা অবলম্বনের জন্য লর্ড কর্ণওয়ালিশ এই সর্ব্বনাশী নীতি প্রবর্ত্তন

Scanned by CamScanner

করেন। কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই, ইহার পরিণতি কি হইতে পারে। লর্ড কর্ণওয়ালিশের স্বহস্ত-রোপিত বিষবৃক্ষ আজ যে ফলদান করিতেছে তাহা দেখিয়া নিশ্চয়ই তাহার প্রেতাত্মা সুখী নহে।

দীর্ঘদিন চিন্তা এবং গবেষণার পর দেশের চিন্তাশীল রাজীতিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটান ব্যতীত কৃষক প্রজা তথা দেশের বৃহত্তম জনসংখ্যার কল্যাণ সাধন অসম্ভব।

কৃষক প্রজা আন্দোলন সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত

ছুন্নত অল জামায়াত পত্রিকায় "ইসলামের কল্যাণ কোন পথে" শীর্ষক আলোচনায় বলা হয়েছে,[১] বাংলা দেশের অধিকাংশ অধিবাসী ধর্মে মুসলমান, জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থায় কৃষিজীবি, আর্থিক অবস্থায় প্রজা শ্রেণীভুক্ত। নামাজ, কলেমা, হজ্জ, জাকাত লইয়া কোন দ্বন্দ নাই। কিন্তু জীবন তাহার বিপন্ন। জমিদারের অবর্ণনীয় অত্যাচারে ভিটামাটি শূন্য হইয়া আসামের শ্বাপদসঙ্কুল বন-জঙ্গলে সে আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে-কুষিদ জীবি মহাজনের শোষণচক্রে সে পথের কাঙ্গাল সাজিয়াছে-দুনিয়াতে বাঁচিয়া থাকিবার কোনও পথই সে খুজিয়া পাইতেছে না। এই বিপন্ন কৃষিজীবি মুসলমানকে রক্ষা করিতে না পারিলে ইসলাম থাকিবে কাহাকে আশ্রয় করিয়া? যে জমিদার ঈদের জামাতে ভাই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন দিয়াছিলেন-বাকী খাজনার দায়ে সেই ইসলামী মন্ত্রে দীক্ষিত মুসলমান জমিদার তাহার ভিটামাটি উচ্ছেদ করিয়াছেন-স্ত্রী পুত্র পরিজনের হাত ধরিয়া সে ব্রহ্মপুত্রের চরে বাসা বাঁধিয়াছে। মুসলমান কুসিদ জীবি মহাজন মুসলমান বলিয়া নিলাম ডিগ্রির হাত হইতে তাহাকে রেহাই দেয় নাই। নেতা বলিয়া জমিদার সাহেবকে সে তসলিম জানাইয়াছে, ভোট দিয়া আইন সভার মেম্বর করিয়াছে-কিন্তু তাহাদের বিপদের সময় জমিদার সাহেব একবারও তাকায় নাই। বহু কষ্টে একমাত্র

১। ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৪৬ পৃঃ ২০৬ -২০৮।

Scanned by CamScanner

ছেলেকে সে লেখাপড়া শিখাইয়াছে কিন্তু ছেলের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থার জন্য কোন পথই সে পায় নাই। জমিদার ও জমিদারের স্তাবকরাই যত চাকুরী-বাকুরী দখল করিয়া রহিয়াছে-দরিদ্র কৃষিজীবির সন্তানের চাকরী হয়-আর কেই-বা চেষ্টা করে। তাই বলিতেছিলাম বাংলায় ইসলামের ঘোরতর দুর্দ্দিন। কোটী কোটী মুসলমান যখন অনাহারে অর্দ্ধাহারে কদাহারে দিন কাটাইতেছে ঋণ ও বাকী খাজনার চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে, রোগ শোক দুর্ভিক্ষ মহামারী লাঞ্ছনা ও পীড়নে যাহারা চরম দুর্দ্দশায় উপস্থিত হইয়াছে তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখা মানে ইসলামকে জেন্দা করা। মানুষের জন্যই ত ধর্মশাস্ত্র কেতাব দলীল, সেই মানুষই যদি না বাঁচে, তাহা হইলে ধর্মের অস্তিত্ব কোথায়? বাংলার মুসলমানকে যদি রক্ষা করিতে হয়, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করিতে হইবে। তাহার খাজনা কমাও— তাহার উপৎন্নজাত শস্যের মূল্য নির্দ্ধারণ কর, বিনা পয়সায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কর, প্রতি ইউনিয়নে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া রোগের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা কর। মহাচীনের পাষাণ প্রাচীরের মত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যে দুর্গে কোটী কোটী কৃষক প্রজা মুসলমানের মান সম্মান অর্থ স্বার্থ বন্দী হইয়া পড়িয়াছে, সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দাও। যে জমিদারী প্রথার প্রভাবে অগণিত কৃষক মুসলমান ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার উচ্ছেদকল্পে তনুময় কায় সমর্পন কর। কুসিদজীবি মহাজনের অন্যায় শোষণের পথ চিরতরে বন্ধ কর। সংসারে আত্মরক্ষার মত বড় ধর্ম কিছু নাই। যার নিজের চোখে কুটা পড়িয়াছে অন্যের চোখে পাথরের কুচি সে কেমন করিয়া বাহির করিবে? বাংলার দুই চারটি তথাকথিত জমিদার মহাজন পুঁজিবাদী ধনবান ব্যতীত মুসলিম কওম আজ হাজার জুলুমে বিপন্ন। ইহাদিগকে বাঁচাইবার পথে সাহায্য না করিয়া প্রদেশের কোম্পানীর অত্যাচার কাহিনী প্রচার করিয়া যাহারা বিভ্রান্তির সঞ্চার করিতেছে তাহারা কোন পথে সমাজকে টানিয়া লইতে চায়- জাগ্রত প্রাণ তরুণেরাই তাহার বিচার করিবে। বাংলায় শতকরা

Scanned by CamScanner

৯৯ জন মুসলমান কৃষক ও প্রজা তাহাদিগের একতার উপরে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের উপরেই এই বিরাট সমাজের মুক্তি নির্ভর করে। চাষী কৃষক মুসলমানদের উন্নতিতে যাহাদের স্বার্থ নষ্ট হইবার আশঙ্কা, আজ তাহারাই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে ভিন্নপথে ভিন্নরূপে অগ্রসর হইয়াছে। দরিদ্র মুসলমানের উদ্ধার সাধনে যাহারা অগ্রসর হইয়াছেন, এই বিভ্রান্তিতে বিচলিত হইলে তাহাদিগকে চলিবে না, আজ অধিকতর সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করিতে হইবে যে বাংলায় কৃষক প্রজার স্বার্থ উদ্ধার করাই মুছলমানের স্বার্থ রক্ষা করা। আর চাষী-কৃষক মুসলমান যখন বিপন্ন সত্যই এদেশে ইসলাম বিপন্ন। যাহারা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যত দেখিতে চাও, তাহারা কৃষক প্রজা আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়। কৃষক প্রজাদিগকে ঐক্যবদ্ধ কর, দাবীও অধিকার অর্জনের জন্য তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তোল, কৃষক প্রজার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ভিতর দিয়া ইসলামের মানব কল্যাণের মহতী উদ্দেশ্য রূপ লাভ করুক।”

উপসংহার : আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) ইসলাম ধর্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত ছিলেন। পীরের নির্দেশে ধর্মপ্রচার ও ধর্মসংস্কারে মন দেন। তাঁর মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল শিরক্ ও বেদাতমুক্ত অকৃত্রিম ইসলামে পূণঃপ্রবর্তন। এজন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে সমাজের নতুন বিন্যাস, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তাই তিনি আলেমদের নিয়ে রাজনীতিতে অংশ নেন। মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের অনীহা তাঁর কাছে দিবালোকের মত পরিস্কার ছিল। অবিভক্ত ভারতবর্ষের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের সামগ্রিক উন্নতির আশা নিয়ে তিনি মুসলিমলীগ সমর্থন করেন। কিন্তু আশাহত আল্লামা মৃত্যুর পূর্বে ঐ সংগঠন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর রাজনীতির কার্যক্রম দেখলে বোঝা যায় তিনি নিজ স্বার্থের জন্য রাজনীতি করেননি। উপমহাদেশের মুসলমানদের উন্নতিই তাঁর লক্ষ্য ছিল।

শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন না হলে মুসলমানদের উন্নতি সম্ভব নয় এ সত্য তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই

Scanned by CamScanner

তিনি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করতে বিভিন্ন সুপারিশ করেছেন, একই সঙ্গে সরকারের সমালোচনা করেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী তাঁর সহধর্মীদের সমস্যা সমাধানে সহায়ক ছিল।

তিনি ধার্মিক ছিলেন কিন্তু ধর্মান্ধ ছিলেন না। ধর্ম তাকে সংকীর্ণ হতে দেয়নি। তিনি স্ব-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাই বলে সাম্প্রদায়িকতা তাঁর স্পর্শমাত্র করতে পারেনি। বস্তুতঃ প্রকৃত ধর্ম তো সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে, একথা তিনি তাঁর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) এর জীবন আসলে ছিল একটি সংগ্রামরত মুসলিমের জীবন। মুসলমানী পরিভাষায় একে বলে মুজাহিদের জীবন।

সমাপ্ত

Scanned by CamScanner

কেতাব পাইবার ঠিকানা

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

মাজেদিয়া লাইব্রেরী

সাং- মাওলানাবাগ * পোঃ বশিরহাট * জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা

মোবাইল- ৯৪৩৪৩০০৯৫৭

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম নক্ষত্র নায়েবে নবী, সামসুল ওলামা, ইমামূল মুছান্নিফিন, সুলতানুল, ওয়ায়েজিন, ফখরুল মোহাদ্দেছিন, শায়েখে তরিকত, মুহিয়ে সন্নাত, মাহিয়ে বেদয়াত, মনাহিছ্, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, ওলিয়ে কামিল, শাহ্সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ)-এর ওফাৎ স্মরণে—

বশিরহাট মাওলানাবাগে

মহান ঈছালে ছওয়াব মাহ্ফিল

প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ।

নির্দ্ধারিত তারিখ- ১৩/১৪/১৫ই ফাল্গুন

আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি ।

পথ নির্দেশ

বাসযোগে : কলকাতা ধর্মতলা হইতে বশিরহাট, টাকী, হাসনাবাদ, চৈতলঘাট ও ন্যাজাটগামী এক্সপ্রেস/ডিলাক্স বাস যোগে এবং শ্যামবাজার হইতে ডি.এন. ১৮ বাস যোগে বশিরহাট নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ীঙ্গ (শোনপুকুরধার) ।

ট্রেনযোগে- শিয়ালদহ হইতে হাসনাবাদ গামী ট্রেনে বশিরহাট রেল ষ্টেশনে নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী ।

Scanned by CamScanner

Muhammad
Ketab Ali

Scanned by CamScanner

The End

Scanned by CamScanner